বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>171 >>19 Chaitra 1429 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৭১ >> << ১৯শে, চৈত্র ১৪২৯>>

পাকিস্তানে বিনামূল্যের খাদ্য আনতে গিয়ে পদদলিত হয়ে মারা গেছেন ১১ জন

করাচি : পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ শুক্রবার জানিয়েছে, দেশটি দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দর নগর করাচীতে একটি বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রে পদদলিত হয়ে অন্তত ১১ জন মারা গেছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ৫ জন। দারিদ্র্যপীড়িত এই দেশটির স্থানীয় পুলিশ ও উদ্ধারকর্মীরা জানান, নিহত ও আহতদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এই পদদলনের ঘটনা ঘটে করাচির একটি কারখানার বাইরে। মুসলিমদের পবিত্র রমজান মাসকে কেন্দ্র করে করাচির এই কারখানার কর্মীদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র চালু করা হয়। কারখানার বাইরে খাবার সংগ্রহের জন্য জমায়েত হয় শত শত মানুষ, যাদের বেশিরভাগই নারী। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, উত্তেজিত হয়ে তারা ধাক্কাধাক্কি শুরু করে। এ সময় কিছু মানুষ নিকটবর্তী নর্দমায় পড়ে যায়। শুক্রবারের এ ঘটনায় সাম্প্রতিক সময়ে বেসরকারি ও সরকারী অর্থায়নে চালু করা খাদ্য সহায়তাকেন্দ্রগুলোতে পদদলিত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে অন্তত ২২ হয়েছে। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের নাগরিকরা নিত্যপণ্য ও খাবারের ক্রমবর্ধমান দাম বৃদ্ধির সঙ্গে লড়ছেন।

বাজার দর

SENSEX : 58991.52 +1031.43
NIFTY : 17359.75 +279.05

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
32.00 °c	20.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.04 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.39 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
55,070 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
52,450 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 67,400 টাকা./কিলো

ফিনল্যান্ডেও কি ক্ষমতায় ডানপন্থিরা?

ফিনল্যান্ড : রোববার ফিনল্যান্ডের সংসদ নির্বাচন ঘিরে উৎসাহ বাড়ছে। ক্ষমতায় আসা নিয়ে তিনটি দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। জাতীয় নির্বাচনে রোববার ভোট দিচ্ছেন ফিনল্যান্ডের মানুষ। দেশে এবং দেশের বাইরে তুমুল জনপ্রিয় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলের সানা মারিন দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে লড়ছেন। তাকে সরিয়ে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ডানপন্থি এবং অভিবাসনবিরোধী দলগুলি। প্রতিবেশী সুইডেনে জাতীয়তাবাদীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। পাশাপাশি, গত বছর ইটালিতে জয়ী হয়েছেন অতি ডানপন্থিরা। ইউরোপের এই জাতীয়তাবাদী তরঙ্গে ফিনল্যান্ডও যোগ দেবে কিনা তা নিয়ে জল্পনা বাড়ছে। সংসদ নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশিত হতে পারে স্থানীয় সময় রোববার সন্ধ্যায়।

ন্যাটো প্রতিরক্ষা জোটে ফিনল্যান্ডের আনুষ্ঠানিক যোগদানের মাত্র কয়েকদিন বাকি। পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোতে ফিনল্যান্ডের যোগ দেওয়ার প্রক্রিয়ায় অনুমোদন দিয়েছে তুরস্কের পার্লামেন্ট। এরপরই ফিনল্যান্ডের ন্যাটোয় যোগ দেয়া নিশ্চিত হয়। এর মাঝে ফিনল্যান্ডের নির্বাচন নিয়ে উত্তেজনা বাড়ছে।

ই২ গবেষণা ইনস্টিটিউটের জুহো রাহকোনেন এএফপিকে বলেন, ''নির্বাচনের আগে জরিপগুলোয় দেখা গেছে ফিনল্যান্ডে ডানপন্থি রাজনৈতিক প্রবণতা আরো শক্তিশালী হচ্ছে।'' নিয়ম অনুযায়ী, সংসদে আটটি প্রধান দলের মধ্যে সবচেয়ে বড় দল সরকার গঠনের প্রথম সুযোগ পায় এবং ১৯৯০ সাল থেকে সেই দলটি সবসময় প্রধানমন্ত্রিত্বের পদের দাবি করে আসছে। শনিবার হেলসিঙ্কিতে তার চূড়ান্ত প্রচারণা সভায় মেরিন সাংবাদিকদের বলেন, ''এই নির্বাচনে জয়ী হওয়া এবং টেকসই ভবিষ্যতের জন্য কাজ চালিয়ে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য।''

বৃহস্পতিবার পাবলিক ব্রডকাস্টার ওয়াইএলইএর প্রকাশিত সবশেষ জরিপে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় ডান জাতীয় জোট ১৯ দশমিক আট শতাংশ এগিয়ে আছে, জাতীয়তাবাদী ইউরোসেপ্টিক ফিন্স পার্টি ১৯ দশমিক পাঁচ শতাংশ সমর্থন নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। মারিন নেতৃত্বাধীন সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এসডিপি) ২০১৯ সালে ক্ষমতায় আসে। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তিনি। সমীক্ষায় তার দল ১৮ দশমিক সাত শতাংশ নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

শনিবার একটি প্রচার সমাবেশে ন্যাশনাল কোয়ালিশন নেতা পেটেরি অর্পো এএফপিকে বলেন, ''আমাদের প্রচার দুর্দান্ত ছিলো। ফিনল্যান্ডে আমাদের সেরা প্রার্থীরা রয়েছেন। আমরাই সমীক্ষায় এগিয়ে রয়েছি। আমি আশাবাদী।''

মারিন এই শতকে ফিনল্যান্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্থান পেয়েছেন একটি জরিপে। তিনি জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে এসডিপির আসন বাড়াতে তীব্র লড়াই করছেন তিনি। রাহকোনেনের মত, ''মারিন যদিও ব্যতিক্রমীভাবে জনপ্রিয়, তবে তার বিরোধিতাও রয়েছেভ তাই রাজনৈতিক বিভাজন আরো জোরদার হয়েছে।'' মারিনকে অনেকেই একজন শক্তিশালী নেত্রী হিসেবে দেখেন। কারণ তিনি কোভিড১৯ মহামারি এবং ন্যাটো সদস্যপদ প্রক্রিয়া দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন। কেউ বলছেন তার প্রতি ক্রমবর্ধমান ঘৃণার কথাও। লিঙ্গপরিচয়ের দিকটি নিয়েও কথা উঠেছে নানা সময়। মারিনের পার্টি করার ভিডিও ক্লিপগুলির প্রতিক্রিয়াও অনেক ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞতার পরিচয় বলে মনে করছেন কেউ কেউ। ২৯ বছর বয়সি ভোটার ক্যাসপার কিলমালা তার ভোট দেওয়ার পর এএফপিকে বলেন, ''আমি মারিনকে পছন্দ করতাম। তবে অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে তার ধারণাগুলি বাস্তবায়িত করা সম্ভব বলে মনে হয় না। সরকার এমন কিছু অর্জন করতে পারবে বলে মনে হয় না।'' ফিনল্যান্ডের ঋণ ও জিডিপি অনুপাত ২০১৯ সালে ৬৪ শতাংশ থেকে ৭৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা অর্পোর ন্যাশনাল কোয়ালিশন ৬০০ কোটি ইউরো খরচ কমিয়ে সমাধান করতে চায়। মারিন অভিযোগ করেছেন যে ন্যাশনাল কোয়ালিশন 'গরিবদের থেকে নিয়ে ধনীদের দিতে চায়'।

ইউক্রেনের জন্য ১,৫৬০ কোটি ডলারের ঋণ প্যাকেজ অনুমোদন করেছে আইএমএফ

ইউক্রেন : সংঘাতবিধ্বস্ত ইউক্রেনের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সহায়তা করার জন্য ১,৫৬০ কোটি ডলারের একটি সহায়তা প্যাকেজ অনুমোদন করেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, আইএমএফ। শুক্রবার সংস্থাটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে একথা জানানো হয়েছে। আইএমএফ বলছে, রাশিয়ার আগ্রাসন ইউক্রেনের অর্থনীতিকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে। যার ফলে গত বছর দেশটির অর্থনীতি প্রায় ৩০ সংকুচিত হয়েছে, বিশেষ করে মূলধনের মজুত ধ্বংস হয়েছে এবং দারিদ্র্য বহুলাংশে ছড়িয়ে পড়েছে। এছাড়া, যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মন্দার ঢেউ তুলেছে, গম এবং তেলের ক্রমবর্ধমান দাম বৃদ্ধি, বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতিকে আরও উস্কে দিয়েছে। রাশিয়ার আগ্রাসন বিশ্বে জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য রাশিয়ার প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর ইউরোপের নির্ভরতাকেও তুলে ধরেছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইউরোপের অনেক দেশ জ্বালানির বিকল্প উৎস খুঁজতে বাধ্য হয়েছে। আইএমএফ অনুমোদিত মোট অর্থের মধ্যে, ২৭০ কোটি ডলার অবিলম্বে ইউক্রেনের কাছে হস্তান্তর করা হবে, বাকি তহবিলগুলি আগামী চার বছরে ছাড়া হবে। আইএমএফ-এর ইউক্রেন মিশন প্রধান গ্যাভিন গ্রে শুক্রবার সংবাদদাতাদের বলেছেন, যদি যুদ্ধাবস্থা ২০২৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়, তবে ইউক্রেনের আর্থিক চাহিদা ১১,৫০০ কোটি ডলার থেকে প্রায় ১৪,০০০ কোটি ডলারে পৌঁছাবে । ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতি যদি বর্তমান অনুমানের বাইরে চলে যায়, সেক্ষেত্রে, এই কর্মসূচিতে কিছু আইএমএফ সদস্যদের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত গ্যারান্টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। গ্রে বলেন, এই কর্মসূচীটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বর্তমান নূন্যতম অবস্থার চেয়ে খারাপ হলেও এটি কাজ করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন হতে পারে মঙ্গলবার

নিউ ইয়র্ক : যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পকে মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করা হতে পারে এবং আদালতে তার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করা হতে পারে। এটা হবে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সাবেক প্রেসিডেন্টের প্রথম বারের মতো ফৌজদারি অভিযোগের সম্মুখীন হওয়ার ঘটনা। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনার মধ্য দিয়ে নিউ ইয়র্কের গ্র্যান্ড জুরি বৃহস্পতিবার ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য ভোট দেন।ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণার সময় ঘুষ দিয়ে পর্নো তারকার মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করেন। ট্রাম্প ২০২০ সালের নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর, আবার হোয়াইট হাউজে ফিরে আসার চেষ্টার সময় এই বহুল অনুমিত অভিযোগ আসলো। এ অভিযোগের ফলে, ট্রাম্প হলেন একমাত্র সাবেক বা ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট এবং একই সঙ্গে একমাত্র প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী, যার বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ গঠন প্রক্রিয়া শুরু হতে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত অভিযোগের বিস্তারিত তথ্য গোপন রাখা হয়েছে। এ কারণে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কী অপরাধে, কতগুলো অভিযোগ আনা হচ্ছে, সে বিষয়টি এখনো স্পষ্ট নয়। সিএনএন জানিয়েছে, এই সাবেক প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ৩০টিরও বেশি অভিযোগ রয়েছে। ভয়েস অফ আমেরিকা এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেনি।

ম্যানহাটনের ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি অ্যালভিন ব্রাগের কার্যালয় একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগের শুনানির জন্য ম্যানহাটন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির (ডিএ) কার্যালয়ে ট্রাম্পের আত্মসমর্পণের বিষয়টির সমন্বয় করতে ট্রাম্পের আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।

বেশ কিছু সংবাদ মাধ্যম নাম উল্লেখ না করে বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, ট্রাম্প মঙ্গলবার আদালতে হাজিরা দেয়ার আগে, সোমবার বিমান যাত্রায় নিউ ইয়র্ক পৌঁছে ট্রাম্প টাওয়ারে রাত যাপনের পরিকল্পনা করছেন। প্রেসিডেন্ট থাকার সময় ট্রাম্পকে ২ বার অভিশংসন করা হয়েছে, তবে তিনি দোষী সাব্যস্ত হননি।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

অস্থিরতা ও অনাহার রোধে শত শত কোটি ডলার প্রয়োজনঃ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রধান

নিউইয়র্ক : নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সংস্থা জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রধান শুক্রবার সতর্ক করেন, আরো শত শত কোটি ডলার তহবিল না পাওয়া গেলে, আগামী ১২ থেকে ১৮ মাসের মধ্যে, গণদেশান্তর , দেশে দেশে অস্থিতিশীলতা এবং অসংখ্য আনাহারী শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ দেখবে বিশ্ব। ডেভিড বিসলি গত বছর যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির কাছ থেকে আসা বাড়তি তহবিলের প্রশংসা করেন এবং চীন, উপসাগরীয় দেশ, কোটিপতি ও অন্যান্য দেশগুলির প্রতি বড় আকারে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। আগামী সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত সিন্ডি ম্যাককেইনের হাতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানবিক সংস্থার দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছেন তিনি। এর আগে এক সাক্ষাৎকারে সাউথ ক্যারোলাইনার সাবেক গভর্নর জানান, ডব্লিউএফপি এ বছরের প্রাক্কলন অনুযায়ী ৪৯টি দেশের প্রায় ৩৫ কোটি মানুষের জরুরি খাদ্য চাহিদা প্রয়োজন।এর জন্য দরকার ২৩ হাজার কোটি ডলার।

ডব্লিউএফপি এই অর্থের যোগান দিতে পারবে কি না, সে বিষয়ে তিনি গভীর উদ্বেগে রয়েছেন। তিনি বলেন, সত্যি বলতে কি, এ পর্যায়ে এসে যদি ৪০ শতাংশ তহবিলও পাওয়া যায়, আমি বিস্মিত হব। তিনি সতর্ক করেন, গোটা বিশ্বকে অনুধাবন করতে হবে যে আগামী ১২ থেকে ১৮ মাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর, আমরা যদি অর্থায়নের প্রক্রিয়া থেকে সরে আসি, তাহলে আপনারা গণঅভিবাসন দেখবেন এবং একই সঙ্গে বেশ কিছু দেশ অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী অসংখ্য শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ অনাহারে থাকবে আর এটা হবে অনাহারে থাকা মানুষের সবচেয়ে বড় উদাহারণ।

ডব্লিউএফপি'র নির্বাহী পরিচালক বলেন, বিশ্ব নেতাদের উচিৎ সেসব মানবিক চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেয়া। কেননা এটা সারা বিশ্বের বিভিন্ন সমাজে স্থিতিশীলতা রক্ষায় সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। তিনি বেশ কিছু অঞ্চলকে প্রাধান্যতালিকায় যুক্ত করেন। অঞ্চলগুলোর মধ্যে রয়েছে আফ্রিকার সাহেল অঞ্চল এবং পূর্বের সোমালিয়া, কেনিয়ার উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণ সুদান ও ইথিওপিয়া। তালিকায় রয়েছে সিরিয়া, যার প্রভাব পড়ছে জর্ডান ও লেবাননে। আরো রয়েছে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা যেখান থেকে ১ থেকে দেড় বছর আগের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনে ইচ্ছুক মানুষের সংখ্যা ৫ গুণ বেড়েছে।

বাধ্যতা

নারীরা তাদের চুল ঢেকে রাখতে এবং লম্বা ঢিলেঢালা পোশাক পরতে বাধ্য

পর্দা না করায় ইরানের নারীদের ওপর 'দই হামলা'

তেহরান : পর্দা না করায় ইরানে দুই নারীর ওপর দই দিয়ে হামলা করার ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এরপর দেশটির প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির মন্তব্য হচ্ছে, হিজাব নারীদের জন্য আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক।

ইরানের উত্তরপূর্বের শহর মাশাদের পাশে একটি দোকানে এক ব্যক্তি পর্দা না করা দুই নারীর ওপর দই ঢেলে দেন। এরপরই এই ভিডিও ভাইরাল হয়ে পড়ে।

শনিবার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেয়া এক বক্তব্যে প্রেসিডেন্ট রাইসি বলেন, যদি কেউ বলে যে তারা এটাতে (হিজাব পরায়) বিশ্বাস করে না, তাহলে তাদের বোঝানো উচিত। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে যে এটি আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক। হিজাব পরা এখন আইনি বিষয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এই ভিডিওতে দেখা যায় বাজার করতে আসা দুই নারী (মা এবং মেয়ে) হিজাব বা অন্য কোনো মাথা ঢাকার স্কার্ফ পরে ছিলেন না। এ নিয়ে তাদের সঙ্গে বাজারে আসা এক পুরুষের সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়। এক পর্যায়ে সেই ব্যক্তি তার সঙ্গে থাকা দই সেই নারীদের ওপর ঢেলে দেন। পরে অবশ্য দোকানদার সেই ব্যক্তিকে আটকাতে এগিয়ে আসেন।

যে ব্যক্তি দই নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। একই পরোয়ানা জারি হয়েছে যে দুই নারী আক্রমণের শিকার হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধেও।

পাশাপাশি যে দোকানদার আক্রমণকারীকে ঠেকাতে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তাকেও সতর্ক করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের পোস্ট করা ছবিভিডিওতে দেখা গেছে সেই দোকানটি বন্ধ রয়েছে। তবে স্থানীয় গণমাধ্যম দোকানের মালিককে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, তাকে দোকান খোলা রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং আদালতে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সেপ্টেম্বরে পুলিশি হেফাজতে মাহসা আমিনির মৃত্যুর পর ইরান জুড়ে প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামিক পোশাক না পরায় এই ২২ বছরের নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এরপর আন্দোলনে পাঁচ শতাধিক মানুষ নিহত হন।

যেসব ব্যক্তি জনসম্মুখে পোশাকের কঠোর নিয়ম মেনে চলবেন না, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরানের প্রধান বিচারপতি।

গোলামহোসেইন মোহসেনিএজেই বলেন, যেসব নারী প্রকাশ্যে হিজাব পরছেন না বা খুলে ফেলছেন, তারা ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরানের মূল্যবোধ, শরিয়া নিয়ম এবং রাষ্ট্রের আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন। বিদেশে ইরানের শত্রুরা এই কাজে উসকানি দিচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন ইরানের প্রধান বিচারপতি।

১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর ইরানে শরিয়া আইন চালু করা হয়। এই আইন অনুযায়ী নারীরা তাদের চুল ঢেকে রাখতে এবং লম্বা ঢিলেঢালা পোশাক পরতে বাধ্য। আইন লঙ্ঘনকারীদের জরিমানা, গ্রেপ্তার সহ নানা শাস্তির বিধান রয়েছে।

মাহসা আমিনির মৃত্যুর পর কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় আঃদোলন শুরু হয় ইরানে। অনেক নারী, বিশেষ করে রাজধানী তেহরানসহ বড় শহরগুলোতে মাথা ঢাকা কাপড় পরতে অস্বীকৃতি জানান।

ইরানের অনেক জায়গায় নারীরা মাথা ঢেকেছেন কিনা সেটা তদারকি করতে ভিডিও নজরদারিও করা হয়। তবে ইরানের সরকার প্রায়ই হিজাম সংক্রান্ত আইনের কড়াকড়ি বাস্তবায়ন করে না। এ নিয়েও সরকারপন্থি ধর্মীয় নেতা এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে।

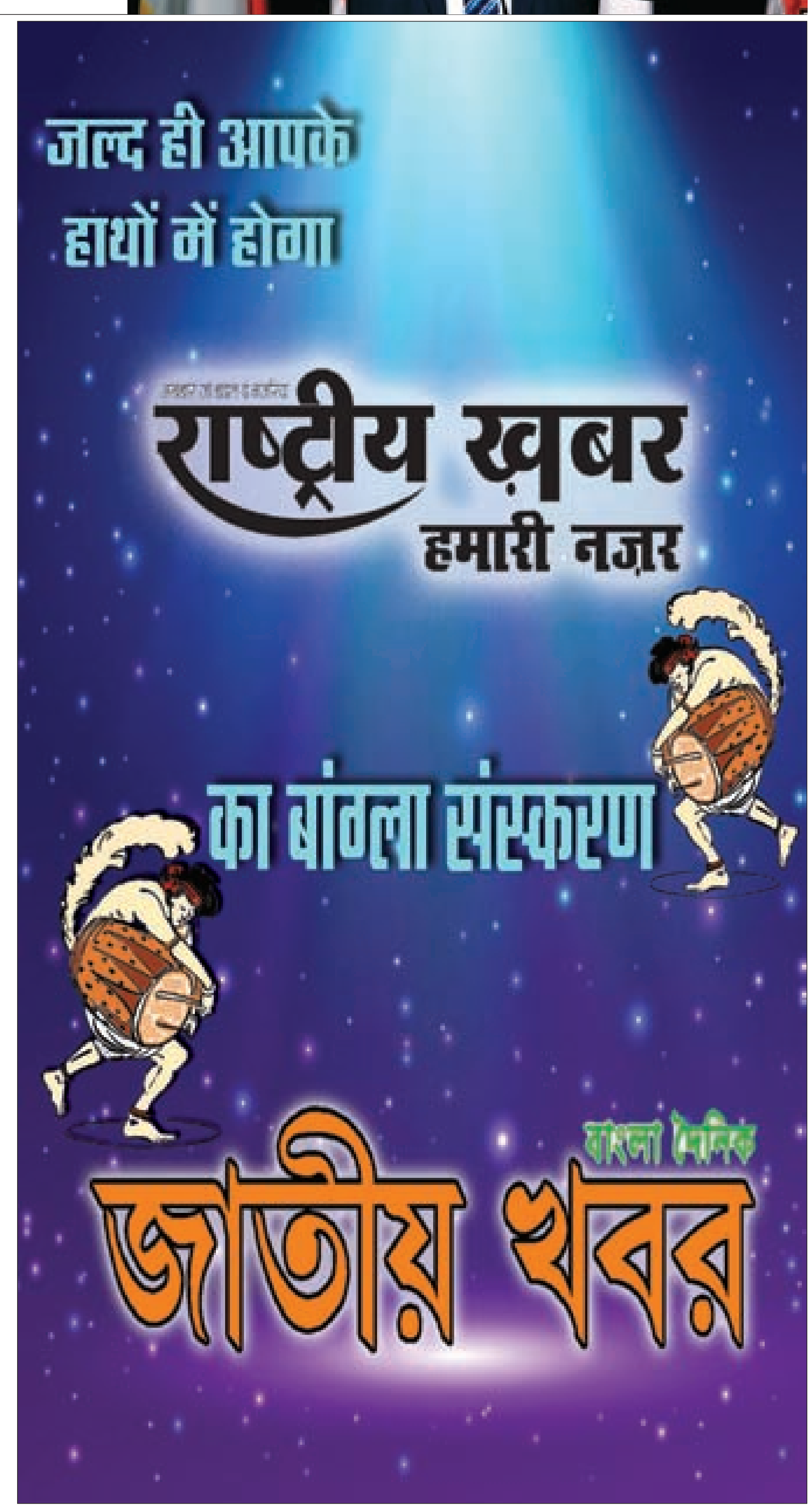

জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

কোডারমায় শান্তিপূর্ণ রামনবমী উৎসব উদযাপনের জন্য ডিসি,এসপির সঙ্গে দেখা করে মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বকর্তারা জানান ধন্যবাদ

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা। জেলা আঞ্জুমান কমিটির সভাপতি খালিদ খলিল ও কালান্দারিয়া অ্যাসোসিয়েশন ট্রাস্টের সভাপতি হাজী আফতাব আলমের নেতৃত্বে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি প্রতিনিধি দল শনিবার ডিসি আদিত্য রাজন ও এসপি কুমার গৌরবের সঙ্গে দেখা করে এবং ফুলের তোড়া দিয়ে জেলা প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, জেলার বিভিন্ন এলাকায় শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে রাম নবমী উৎসব পালিত হয়েছে। এই সময়কালে ছাতারবার, জলওয়াব ও জয়নগরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্যের উদাহরণ দেখা যায়। সমাজকর্মী খালিদ খলিল শোভাযাত্রায় জড়িত রাম ভক্তদের উপর ফুল বর্ষণ করে স্বাগত জানিয়েছিলেন ঠিক তেমনি জলওয়াবাদে, কালান্দারিয়া অ্যাসোসিয়েশন ট্রাস্টের সদস্যরা রোজা পালনের মধ্যেও রাম নবমী মিছিলে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে জলের বোতল বিতরণ করে এক নজির প্রস্তুত করেন। ঠিক তার পরের দিন জয়নগরে রাম নবমীর শোভাযাত্রায় যুক্তদের মধ্যে ফল বিতরণ করে শান্তির বার্তা দেওয়া হয়। ডিসি আদিত্য রঞ্জন ও এসপি কুমার গৌরব রামনবমী উপলক্ষ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের কৃতকর্মের প্রশংসা করে বলেন, ভবিষ্যতেও উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ একে অপরের উৎসবে অংশগ্রহণ করে উৎসবের আনন্দ বৃদ্ধি করবে এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখবে। খালিদ খলিল জানান, রাম নবমীর শোভাযাত্রায় প্রশাসনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দৃশ্যমান ছিল। এ জন্য মুসলিম সমাজ প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরসদ খান, নবনীত ওঝা, আরমান খান, চুরান খান, একবাল আনসারি, আশরাফ আনসারি, ইরফান খান, প্রভেজ খান, শাহবাজ, মো প্রভেজ প্রমুখ।

রাজ্যের সাধারণ মানুষের প্রাপ্য ও বিভিন্ন দাবি নিয়ে এবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হলেন বাম নেতারা

জলপাইগুড়ি ঃ রাজ্যের সাধারণ মানুষের প্রাপ্য ও বিভিন্ন দাবি নিয়ে এবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হলেন বাম নেতারা। রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচি নিয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা বামফ্রন্ট। এই নিয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন বামফ্রন্টের জেলা আহ্বায়ক সলিল আচার্য।উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্টের বিভিন্ন নেতারা। অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ শুরু করেছে। সাধারণ মানুষের প্রতি তীব্র বঞ্চনার অভিযোগ তোলেন সলিল আচার্য।বলেন, বামপন্থীদের আন্দোলনে মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ছে। তাঁর অভিযোগ, আরএসএস ও বিজেপি সম্মিলিতভাবে রাজ্যে অশান্তির বাতাবরণ তৈরির প্রচেষ্টায় লিপ্ত। শাসক তৃণমূলের দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিভিন্ন নেতা মন্ত্রীরা বর্তমানে কেউ জেলে কেউ বেলে রয়েছেন। এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিরুদ্ধে জেলা জুড়ে আন্দোলনের নামার কথা জানান তিনি। ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত জেলাজুড়ে হাট, বাজার ও জনবহুল এলাকায় সভা, মিছিল কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বামফ্রন্টের জেলা আহ্বায়ক সলিল আচার্য বলেন, রাজ্যের জনগণকে সরকারি প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া বিল প্রদান, আধার ও প্যান কার্ডের লিঙ্ক করাতে হাজার টাকা জরিমানার সরকারি ফতোয়া প্রত্যাহার, আলুর সহায়ক মূল্য ১০ টাকা করার দাবি, কৃষকদের আলু সংরক্ষণের নিশ্চয়তা, কৃষি ঋণ মুকুব করার দাবি তোলা হয়।এছাড়া রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করায় কেন্দ্রীয় সরকারের স্বৈরাচারী অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধেও সরব হন তিনি।

ফের ৫০ লক্ষ টাকার বার্মাটিক কাঠ উদ্ধার, গ্রেফতার ১

জলপাইগুড়ি ঃ বেলাকোবা রেঞ্জ ও শিলিগুড়ি স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের যৌথ অভিযানে উদ্ধার ৫০ লক্ষ টাকার বার্মাটিক কাঠ।ঘটনায় গ্রেফতার ১ জন।বুধবার সকালে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের রাণীনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি কনটেনার আটক করে বনকর্মীরা।তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ৫০ লক্ষ টাকার বার্মাটিক কাঠ।ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় গাড়ির চালককে।ধৃতের নাম অ জি ত । হ রি য়া না র বাসিন্দা।বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বেলাকোবা রেঞ্জ ও শিলিগুড়ি এসটিএফ এর যৌথ অভিযানে ৫০ লক্ষ টাকার বার্মা টিক কাঠ উদ্ধার হয়েছে।গুয়াহাটি থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কাঠগুলি।ধৃতকে আগামীকাল জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠানো হবে।

অষ্টমীর স্নানে মজলো ফালাকাটা ব্লকের বিভিন্ন এলাকার পুণ্যার্থীরা

আলিপুরদুয়ার ঃ অষ্টমীর স্নানে মজলো ফালাকাটা ব্লকের বিভিন্ন এলাকার পুণ্যার্থীরা। সংশ্লিষ্ট ব্লকের জটেশ্বর এলাকার বীরকিটি নদীর অষ্টমীর স্নানের ঘাটে সকাল থেকে পুণ্যার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বরের সন্ন্যাসী তলায় বাসন্তী পুজোর পাশাপাশি অন্নপূর্ণা পুজোরও আয়োজন হয়। বুধবার সকালে বীরকিটি নদীতে অষ্টমীর স্নানে উপচে পড়ে ভিড়। জানা গিয়েছে, এদিন সকাল থেকেই পুণ্যার্থীরা ভিড় জমাতে শুরু করেন জটেশ্বরের সন্ন্যাসী তলা পূজা মন্ডপ প্রাঙ্গণে। সকাল থেকেই জিলিপি, মিষ্টি, বেলুন, দই, চিঁড়ে সহ নানা পসরা নিয়ে হাজির হয়েছেন দোকানদার। জানা গিয়েছে, ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু পুণ্যার্থীরা এখানে ভিড় জমান। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দীর্ঘ বহু বছর ধরে এই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে এই বাসন্তী পুজো হয়ে আসছে। তবে এবছর পাড়ার মহিলাদের উদ্যোগে এই পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। ষষ্ঠী থেকে শুরু করে দশমী পর্যন্ত ধুমধাম করে চলে মায়ের আরাধনা।নবমীর সন্ধ্যা বেলায় ঢাক ঢোল সহকারে বাসন্তী মায়ের আরতি দেখতে ভিড় জমান বিভিন্ন প্রান্তের বহু মানুষ।

২০১৪ সালের নট ইনক্লুড বঞ্চিত চাকরির যোগ্য প্রার্থীরা পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন

মালদা ঃ চাকরির দাবিতে অবশেষে ওইসব বঞ্চিত প্রার্থীরা রাস্তায় নেমে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করলেন। বুধবার সকাল থেকে মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকায় এরকম বহু বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীরা গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচিতে যোগদান করেন তাদের দাবি আমরা যোগ্য হয়েও চাকরির ক্ষেত্রে বঞ্চিত রয়েছি। তাই এদিন সমস্ত ধরনের মানুষের গণস্বাক্ষর আমরা সংগ্রহ করেছি। এই গণস্বাক্ষর সংগ্রহপত্রটি আগামীতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশনের সহযোগিতায় শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠের নব মিড ডে মিলের রন্ধন শালার দ্বার উদ্ঘাটন

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশনের সহযোগিতায় শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠের নব মিড ডে মিলের রন্ধন শালার দ্বার উদ্ঘাটন হলো আজ।শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের উপস্থীতি ছাড়াও চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত, শ্রাবণী দত্ত, সোবা সুব্বা, প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান দীলিপ রায় ও স্কুলের শিক্ষক শিক্ষীকারা উপস্থিত ছিলেন।আনুমানিক ২ লক্ষ্য ৩৫ হাজার ব্যায় হয়েছে এই রন্ধন শালার।

দিদির দূত হয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা নকশালবাড়ি মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যান শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ

শিলিগুড়ি ঃ বুধবার দিদির দূত হয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা নকশালবাড়ি মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যান শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। রাজ্যের স্বাস্থ্য থেকে সরকারি প্রকল্পের ঘর না পাওয়া পর্যন্ত নানা প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় সভাধিপতিকে। যদিও শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের সভাপতি অরুন ঘোষ এই সমস্ত সমস্যার কথা শুনে সমাধানের আশ্বাস দেন বলে জানান।

স্টেডিয়ামে যাদের আজীবন সদস্যপদ রয়েছে তাদের জন্য কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করছে স্টেডিয়াম কমিটি

শিলিগুড়ি ঃ নতুনভাবে সেজে উঠবে শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম।পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে এই স্টেডিয়ামে যাদের আজীবন সদস্যপদ রয়েছে তাদের ফের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করছে স্টেডিয়াম কমিটি, তবে এবার সেই কার্ড পেতে দিতে হবে পরিচয় পত্র। বুধবার, শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে একটি সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানান শিলিগুড়ি মেয়র গৌতম দেব। তিনি বলেন, এর আগে যেই স্টেডিয়াম কমিটি ছিল সেই সময় যাদের আজীবন সদস্যপদ রয়েছে তাদের যেকোনো অনুষ্ঠানের জন্য কার্ড দেওয়া হতো। তবে, তখন প্রয়োজন ছিল না কোনো পরিচয় পত্রের এবং যে কেউ এসে সেই কার্ড নিয়ে যেতে পারতো। তবে, এবার থেকে সেই পদ্ধতিতে বদল আনছে বর্তমান স্টেডিয়াম কমিটি। এবার থেকে যার নামে কার্ড রয়েছে তাকে পরিচয়পত্র দিয়ে সেই কার্ড সংগ্রহ করে নিতে হবে।আগামী ৪ঠা এপ্রিল এই স্টেডিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানের জন্য ৩১, ১ ও ২ তারিখ সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৪ টে পর্যন্ত কার্ড দেওয়া হবে। স্টেডিয়ামের ফসিন গেটের থেকে এই কার্ড সংগ্রহ করা হবে বলে মেয়র জানান। এর পাশাপাশি তিনি আরো জানান, এপ্রিল মাসের দুটো বেসরকারি অনুষ্ঠান হওয়ার পরে, এই মাঠে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অনুষ্ঠান ছাড়া কোন বেসরকারি অনুষ্ঠান হবে না।শুধু খেলার জন্য ব্যবহৃত হবে এই মাঠ।

জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের শিলান্যাসের অনুষ্ঠান হতেই সুর চড়ালো বিজেপি

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাপাড়া এবং বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাণীনগর এলাকা সহ অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকার পাড়া এলাকায় রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের শিলান্যাসের অনুষ্ঠান হতেই সুর চড়ালো বিজেপি। এদিন তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেন জলপাইগুড়ি বিজেপি শহর পর্যবেক্ষক সৌজিত সিংহ।রাস্তা নির্মাণের জন্য সাধারণ মানুষের দাবিকে বাস্তব রূপ দেওয়ায় একটি মিছিল করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানালেন অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা। উপস্থিত ছিলেন অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুনীতা চন্দ লোহার, পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জীব কর্মকার, রাজেশ মন্ডল সহ অন্যান্যরা।মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন এলাকার রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের শিলান্যাস করা হয় মঙ্গলবার। পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের মোট ১২ হাজার কিলোমিটার নতুন ও পুরোনো রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বালাপাড়া এলাকার পাশাপাশি বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন রাণীনগর সংলগ্ন বেশ কিছু রাস্তা সহ অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন নয়াপাড়া থেকে সরকারপাড়া ও গোমস্তাপাড়ায় হচ্ছে তিন কিলোমিটার নতুন রাস্তা।পাশাপাশি চৌরঙ্গী মোড়, রামকৃষ্ণপল্লী, বৈরাগীপাড়া, ডাঙাপাড়া, আনন্দনগর সহ জলপাইগুড়ির অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ হচ্ছে। আনুষ্ঠানিকভাবে এই কাজের শিল্যান্যাস করা হয়। রাস্তা নির্মাণের মানুষের দাবিকে বাস্তব রূপ দেওয়ায় একটি মিছিল করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।এত টাকা আসবে কোথা থেকে। বর্তমান সরকার মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব।

চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ তুলে ব্যাপক উত্তেজনা বেসরকারি নার্সিংহোমে

কোচবিহারঃ চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ তুলে ব্যাপক উত্তেজনা কোচবিহারের মিনি বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে।জানা যায় আবু বক্কর হোসেন (৫০) নামে এক ব্যক্তিকে পেটের অপারেশনের জন্য গত ২৪ তারিখ ভর্তি করা হয়।অপারেশনের পর সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি। এরপর আজ সকালে তিনি হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফোনও করেন। পরবর্তীতে পরিবারের লোকজন তাকে দেখতে এসে জানতে পারেন তার মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পর চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতালের চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয় রোগীর পরিবারের সদস্যরা।পরিস্থিতি সামাল দিতে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার থেকে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী।

পরিবহন ব্যবস্থার উপর পুলিশি হয়রানি এবং ১৫ বছরের পুরনো গাড়িকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে রাজ্য কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালো সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটু

মালদা ঃ পরিবহন ব্যবস্থার উপর পুলিশি হয়রানি এবং ১৫ বছরের পুরনো গাড়িকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে রাজ্য কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালো সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটু । বুধবার দুপুরে সিটু সমর্থিত পরিবহন শ্রমিকেরা মালদা শহরের একটি বিশাল রেলি করে। এর পরই জেলা প্রশাসনিক ভবনে জেলা শাসকের কাছে একটি ডেপুটেশন দেয়। সেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পরিবহন ব্যবস্থার উপর যে নির্দেশ লাগু করা হয়েছে তার চরম বিরোধিতা করা হয়। মালদার সিটু নেতা নুরুল ইসলাম জানিয়েছেন, কেন্দ্র সরকার ২০১৯ সালে পরিবহন রোড ট্রান্সপোর্ট এবং সেফটি বিলের নামে যে আইন নিয়ে এসেছে, তা আগামীতে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে চরম দুর্দশা পরিণত হবে। এখন বলা হচ্ছে ১৫ বছরের পুরনো গাড়ি কোনরকম ভাবেই চলতে দেওয়া হবে না। মালদায় সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন ধরনের যানবাহন প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ হাজার চলাচল করে। অধিকাংশ গাড়ি ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে হলে বাতিল করে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। তাতে পরিবহন শ্রমিক থেকে সাধারণ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রত্যেকের মধ্যেই তার বিরূপ প্রভাব পড়বে। এছাড়াও রাজ্য সরকারের আরটিও দপ্তর থেকে যখন তখন জরিমানা অথবা অযথাই টাকা আদায় করা হচ্ছে। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে এদিন এই বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

গোলাম রব্বানীকে মন্ত্রিত্ব থেকে সরানোর কেন্দ্র করে শাসক বিরোধী তরজা শুরু

উত্তর দিনাজপুর ঃ রাজ্যের সংখ্যালঘু মাদ্রাসা উন্নয়ন মন্ত্রী গোলাম রব্বানীকে মন্ত্রিত্ব থেকে সরানোর কেন্দ্র করে শাসক বিরোধী তরজা শুরু হয়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলা জুড়ে তৃণমূল জেলা সভাপতি কানায়ালাল আগরওয়াল জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এই দপ্তরটি তার নিজের কাছে নিয়েছেন এবং অন্য একটি দপ্তর গোয়ালপোখরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী গোলাম রব্বানীকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু মানতে নারাজ বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা সাধারণ সম্পাদক তাপস বিশ্বাস তাদের দাবি মন্ত্রী গোলাম রব্বানী তার দপ্তর থেকে এলাকার কোন কাজই করতে পারেননি এবং তার ব্যর্থতার জন্যই এই মন্ত্রিত্ব পদ খোয়াতে হলেন।

বাম আমলের নিযগে দুর্নীতি নিয়ে ফেসবুক পোস্ট উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদায়ন গুহের

কোচবিহার ঃ সুজন চক্রবর্তী পর এবার মুহাম্মদ সেলিমকে উদ্দেশ্য করে ফেসবুক পোস্ট উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদায়ন গুহের। বাম আমলের নিযগে দুর্নীতি নিয়ে তিনি ধারাবাহিকভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন নাম পোস্ট করার কথা বলেছিলেন উদয়ন গুহ । আজ মহম্মদ সেলিমকে উদ্দেশ্য করে তিনি তার ফেসবুক একাউন্ট থেকে একটি পোস্ট করেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, আজ সেলিমের জন্য, এরা সবাই তৃতীয় বিভাগে পাশ করে প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি করছেন। সনাতন সাহা, বিমল দাস, অঞ্জলি সেন, মলয় রায়, মলয় গুহ নিযগেী। পরপর আরো আসবে। সেলিম আপনারা শুধু নিজের বাবার নয় শিক্ষার বাবার চন্ডী চটকিয়েছেন। উদয়ন গুহর এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে একের পর এক নাম প্রকাশকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা। যদিও উদয়ন গুহ দাবি করেন কারো চাকরি খাওয়ার জন্য তার এই উদ্যোগ নয়। তিনি এই বিষয়ে তদন্ত চান না। সুজন চক্রবর্তী মোঃ সেলিম রা চাকরি দুর্নীতি নিয়ে যেভাবে লাফালাফি করছে সেই অধিকার তাদের আছে কিনা তাই জানতে চান তিনি। আর তা নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। রাজনৈতিক মহলের দাবি বামফ্রন্টের মুখ বন্ধ করতে এই ধরনের পোস্ট করছেন উদয়ন গুহ।

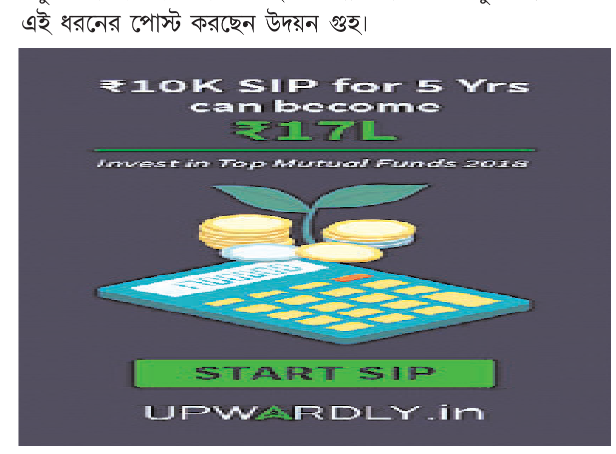

মাটিগাড়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে তৎপর গ্রাম পঞ্চায়েত

শিলিগুড়ি ঃ এলাকায় সোলার সিস্টেমে চালিত পানীয় জল প্রকল্প উদ্বোধন করা হলো বুধবার। এদিন এই নতুন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মাটিগাড়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণ সরকার। এছাড়াও এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপপ্রধান রেখা মল্লিক সহ পঞ্চায়েতের সদস্যরা। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রধান কৃষ্ণ সরকার বলেন, মাটিগাড়ার পেলকুজোত এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পানীয় জলের সমস্যা ছিল। সেই সমস্যা সমাধান করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাসন্তী পূজা উপলক্ষে বামনগোলা ব্লকের গাঙ্গুরিয়া মিশনে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হলো

মালদাঃ — বাসন্তী পূজা উপলক্ষে বামনগোলা ব্লকের গাঙ্গুরিয়া মিশনে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হলো বুধবার।বুধবার ছিলো বাসন্তীর মহা অষ্টম সেই উপলক্ষে বামনগোলা ব্লকের গাঙ্গুরিয়া শ্রী শ্রী সারদা আশ্রমে কুমারী পুজোর আযোজন করা হয়, আশ্রমের সম্পাদক মহারাজ স্বামী মহারাজ আত্মপ্রাণনন্দ জানান এই মিশনে একুশ বছর ধরে এই বাসন্তী দুর্গাপুজা হয়ে আসছে আজ মহা অষ্টমী উপলক্ষে কুমারী পুজো করা হয় মালদহের পানকড়ি গোস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণের মেয়েকে এ বছর পূজা করা হয় বিভিন্ন রীতির মেনে এই পুজো করা হয়েছে পুজোর শেষে বহু ভক্তের ভীর দেখা গিয়েছে, বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা মানুষের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয় এছাড়াও বিকেল থেকে অনুষ্ঠিত হবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান।

গঙ্গা মেলায় হাজার হাজার মানুষের ঢল জলপাইগুড়ি তে

জলপাইগুড়ি ঃ আজ থেকে শুরু হলো জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের দুরামারির রাঙ্গাতিতে গঙ্গা অষ্টমী স্নানের মেলা। পাঁচ দিনব্যাপী চলবে এই মেলা। বুধবার মেলা শুরুর দিন ভোর বেলা থেকে কাতারে কাতারে ভক্তরা স্নান করতে আসতে শুরু করেছে। গঙ্গা অষ্টমী স্নান কে ঘিরে নদীর চরে বসেছে আনন্দ মেলা। আর এই আনন্দ মেলা রকমারি দোকানের সাথে নাগরদোলানা, ব্রেকডেন্স সহ কচিকাঁচাদের জন্য খেলনা সামুদ্রিক দোকান। তবে মেলার নিরাপত্তার জন্য রাখা হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ। মেলা কমিটির সম্পাদক প্রবীণ মির্ধা বলেন পাঁচ দিন ব্যাপী এই মেলায় দুরদুরন্ত থেকে প্রচুর মানুষ আসেন জেলার দূরান্তরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে।

শিলিগুড়ি পুর নিগমের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তনগর এলাকায় রাস্তা পড়েছিল এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা

শিলিগুড়ি — শিলিগুড়ি পুর নিগমের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তনগর এলাকায় রাস্তা পড়েছিল এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা।রাস্তা থেকে সেই মহিলাকে উদ্ধার করে পাঠানো হল শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে।স্থানীয়রা জানান, অন্তঃসত্ত্বা মহিলা বেশ কয়েকদিন ধরেই এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল।ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দুলাল দত্তকে বলে সেখানে একটি স্কুল থেকে মহিলার খাবারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল।তবে বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করলেই মহিলা এড়িয়ে যেত।আজ হঠাৎই মহিলার পেটে ব্যাথা শুরু হয় এবং অসুস্থ হয়ে রাস্তায় পড়ে যান।এরপর কাউন্সিলরের সহযোগিতায় মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।এদিকে হাসপাতালে আসার পর মহিলা জানায় তাঁর নাম মালতি ঘোষ এবং স্বামীর নাম রতন ঘোষ। বাড়ি জলেশ্বরী এলাকায়।বর্তমানে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন মহিলা।

কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়ামের শুরু হল সৃষ্টিশীল মেলা ২০২৩

কোচবিহার ঃ কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়ামের শুরু হল সৃষ্টিশীল মেলা ২০২৩। এই মেলার উদ্বোধন করেন কুচবিহারের জেলা প্রশাসক পবন কাদিয়ান। আগামী ৪ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে এই মেলা। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বিভিন্ন উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রির জন্য মূলত এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এই মেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মোট ৪৪ টি স্টল রয়েছে। দুপুর দুটো থেকে রাত নটা পর্যন্ত চলবে এই মেলা। একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক মঞ্চে প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ফালাকাটা ব্লকের কাজলি হল্টের বটতলা শ্মশান কালি পূজা কমিটির উদ্যোগে বুধবার কাজলিপুল শ্মশান কালি মন্দির প্রাঙ্গনে অষ্টমীর স্নানের আয়োজন হয়

আলিপুরদুয়ার ঃ ফালাকাটা ব্লকের কাজলি হল্টের বটতলা শ্মশান কালি পূজা কমিটির উদ্যোগে বুধবার কাজলিপুল শ্মশান কালি মন্দির প্রাঙ্গনে অষ্টমীর স্নানের আয়োজন হয়। জানা গিয়েছে, বিগত কয়েক বছর ধরে এই অষ্টমীর স্নানের আয়োজন করে আসছেন উদ্যোক্তারা। এদিন বটতলা কালী মন্দির পূজা কমিটির সম্পাদক সুধোন রায় বলেন, বটতলা শ্মশান কালী মন্দিরে পুজা কমিটি প্রতি বছরের মতো এবছর অষ্টমী স্নানের আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু পুণ্যার্থীরা এখানে এসেছেন।

গতকাল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জায়গায় পথশ্রী রাস্তার শুভ উদ্বোধন করেছেন

মালদাঃ — গতকাল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জায়গায় পথশ্রী রাস্তার শুভ উদ্বোধন করেছেন। তার রেশ কাটতে না কাটতে রাস্তার দাবি জানিয়ে পথে নামলেন তিন চারটি গ্রামের অসংখ্য মহিলারা সহ পুরুষ । বুধবার সকাল প্রায় দশটা নাগাত মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়কে ১২ মাইল এলাকায় রাস্তার দাবিতে পথ অবরোধে নামে হবিবপুর ব্লকের জগন্নাথপুর রাধাকান্তপুর,রামকৃষ্ণপুর প্রায় ১৬ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল অবস্থা রয়েছে তার দাবিতে পথ অবোধ,গ্রামের অসংখ্য মহিলা ও পুরুষেরা রাস্তা চাই ব্রিজ চাই হাতে প্লে কার্ড নিয়ে সকাল থেকে মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।বিক্ষোভ কারিরা জানান হবিবপুর থানার অন্তর্গত মঙ্গলপুরা অঞ্চলের রাধাকান্তপুর, জগন্নাথপুর, রামকৃষ্ণপুর তিন চারটে গ্রামের রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে।বহুবার বিভিন্ন দফতে জানিনা সত্ত্বেও কোন লাভ হয়নি তাই হাতে প্লে কার্ড নিয়ে এবার পথে নামলেন অসংখ্য মহিলারা। রাস্তার তৈরি কাজের বাকি অংশের ও দুটি সেতু সহ ১৬কিমি রাস্তার দাবি। রাস্তার কাজ না করে বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত পূরণ করা হবে অবরোধ চলবে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হবিবপুর থানার আইসি সুবীর কর্মকার ঘটনা স্থলে আসেন বিক্ষোভ কারীদের সাথে কথা বলেন। অবশেষে চার ঘন্টা পর পথ অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

পার্লামেন্ট থেকে বহিষ্কার রাহুলের জন্য ভালো হতে পারে

কলকাতা ঃ ভারতের গণতন্ত্রের মৌলিক কাঠামো ও চরিত্রকে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) অস্তিত্বসংকটে ফেলে দেবে, এমন একটি আশঙ্কায় ৯ বছর আগে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি যখন গদিতে বসেছিলেন, তখন থেকেই বিরোধী দলগুলো দৃশ্যত একজোট হচ্ছিল। দেশটির সবচেয়ে বড় বিরোধী দল কংগ্রেস পার্টির নেতা রাহুল গান্ধীকে তিন বছর আগে করা একটি মানহানি মামলার রায়ে সম্প্রতি গুজরাটের একটি আদালত দুই বছরের কারাদণ্ড দেন। এর পর পার্লামেন্ট থেকে রাহুলের বহিষ্কার হওয়ার ঘটনা সেই আশঙ্কাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

মামলাটির শুনানি গ্রহণ, রায় ও সাজা দেওয়ার ধরন নিয়ে অনেক জুরি তীব্র সমালোচনা করেছেন। কিন্তু বিরোধীদের ঐক্যকে এটি অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে, পার্লামেন্টে রাহুল গান্ধীকে অযোগ্য প্রতিপন্ন করা সরকারের চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ একটি সংকেত। এ অবস্থায় বার্তা খুবই পরিষ্কার ঃ বিরোধীদের এক হয়ে কাজ করার এটিই চূড়ান্ত সময়।

বহুদলীয় গণতন্ত্রের দেশ ভারতের অনেক বিরোধী দল এবং গ্রুপের নেতারা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে নেওয়া এসব পদক্ষেপের অকুণ্ঠ সমালোচনা করেছেন। তাঁরা রাহুলের বিরুদ্ধে নেওয়া এ ব্যবস্থাকে মোদি সরকারের বিরোধী দলের নেতাদের অপমান ও ছোট করার চেষ্টার চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে দেখছেন। বিচার বিভাগ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো ব্যবহার করে বিরোধী নেতাদের জনগণের সামনে অপরাধী প্রতিপন্ন করার সরকারি চেষ্টা যে ভয়ংকর মাত্রায় পৌঁছেছে, সেটি তাঁরা বুঝতে পারছেন। সরকারের দমনপীড়নের পাশাপাশি সরকারি ইঙ্গিত কার্যকরে বিচার বিভাগের সদা প্রস্তুত থাকার মনোভাব বিরোধীদের তথা ভারতীয় গণতন্ত্রের সামনে বাধার পাহাড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মুহূর্তটি সংসদীয় রাজনীতিকে ধরে রাখার জন্য অত্যাবশ্যকীয় সব ধরনের নাগরিক নিয়মকানুন ও দ্বিদলীয়তার ভেঙে পড়াকে চিহ্নিত করে।

এখন তিনি পার্লামেন্ট থেকে বহিষ্কৃত হওয়ায় সংসদীয় বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হলেন এবং স্বাধীনভাবে দেশের অবস্থা সম্পর্কে রাজপথে গিয়ে সাধারণ মানুষকে বলতে পারবেন। মোদি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে রাহুল একটি মন্দ শব্দও উচ্চারণ না করার পরও সরকার একের পর এক তাঁর ওপর আক্রমণ করায় বোঝা যাচ্ছে, সরকার তাঁকে কতটা ভয় পাচ্ছে। কিন্তু এ মুহূর্তে শুধু গান্ধীতে আটকে থাকলে হবে না। গান্ধীকে এখন জনদৃষ্টিকে তাঁর দিক থেকে ভারতের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের দিকে ফেরাতেই হবে।

বেশ কয়েকটি ঘটনায় দেখা গেছে, যেসব রাজ্যে মোদির বিজেপি হেরে গেছে, সেখানেও হয় প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলো ভেঙে দিয়ে, না হয় রাজ্য সরকারকেই ভেঙে দিয়ে সেসব রাজ্যে ক্ষমতা দখল করে আছে। এই বিজেপি সরকার একটি অস্বচ্ছ নির্বাচনী বন্ড স্কিমের মাধ্যমে নির্বাচনী তহবিলের একটি বিশাল অংশকে কোণঠাসা করেছে। এর অধীনে নির্বাচনী তহবিলের চাঁদাদাতাদের পরিচয় এবং দাতারা কাকে অর্থ দিচ্ছেন, তা প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি।

এটি মনে রাখা দরকার, গণতন্ত্র বলতে শুধু শাসক দল ও বিরোধী দলকে বোঝায় না। এটি প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেই ভারসাম্যের বিষয়কেও বোঝায়, যা রাষ্ট্রক্ষমতাকে জবাবদিহিমূলক অবস্থায় রাখে। ভারতে এসব প্রাতিষ্ঠানিক যন্ত্র ইতিমধ্যেই বিজেপি কুক্ষিগত করে নিয়েছে। নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগ এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে অথবা সরকারের পক্ষ হয়ে কাজ করছে।

ভারতের করপোরেট জগৎও বিজেপির পেছনে থেকে ভূমিকা রাখছে। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী যেসব প্রতিষ্ঠান একসময় রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর নজরদারি করত, সেগুলোও বিভিন্ন আইন ব্যবহার করে ভেঙে ফেলা হয়েছে। গুজরাটের ব্যবসায়ী গৌতম আদানির ২০১৪ সালে থাকা সম্পদের পরিমাণ ৭০০ কোটি ডলার থেকে চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত কেমন করে ১০ হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে, রাহুল গান্ধীর এ প্রশ্নের জবাব এখনো মোদি সরকার দেয়নি।

রাহুল গান্ধী এর আগে মোদি ও আদানির মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক আছে বলে যে অভিযোগ করে আসছিলেন, আদানির শেয়ারবাজার প্রতারণা নিয়ে গত জানুয়ারিতে হিনডেনবার্গের প্রতিবেদন প্রকাশের পর সেই ধারণা আরও জোরালো হয়। এমনকি এটিকে সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি বলা হচ্ছে। আদানি অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করলেও শেয়ারবাজারের রায় যা পরিষ্কার করার, তা করে দিয়েছে। আদানির শেয়ার তলানিতে এসে ঠেকেছে এবং গ্রুপটি বিরাট আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে। এই কেলেঙ্কারির পর রাহুল তাঁর অভিযোগ দ্বিগুণ করে দেন এবং পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে পার্লামেন্টে বিশেষ আলোচনার এবং সংসদীয় তদন্তের দাবি জানান। তবে সরকার সংসদে অচলাবস্থা তৈরি করার মাধ্যমে সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করে। এর মধ্যে রাহুল যুক্তরাজ্যে একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে দেওয়া ভাষণে বলেছিলেন, ভারতের গণতন্ত্র হুমকির মুখে পড়েছে এবং বৈশ্বিক গণতন্ত্রের স্বার্থে ভারতের গণতন্ত্রকে টেকানো জরুরি। ভারতের গণমাধ্যমগুলো ব্যবহার করে বিজেপির নেতারা রাহুলের এই বক্তব্যকে বিদেশের মাটিতে ভারতকে ছোট করা বক্তব্য ও রাষ্ট্রবিরোধী কাজ হিসেবে প্রচার করেছেন। রাহুল গান্ধী পার্লামেন্টেই এর জবাব দিতে চাইলেও স্পিকার তাঁকে সে সুযোগ দেননি। এর মধ্যেই রাহুলের বিরুদ্ধে আদালত রায় দেন এবং তাঁকে পার্লামেন্ট থেকে বহিষ্কার করা হয়।

এই পটভূমিতে সব বিরোধী দল একজোট হয়ে ভারতের গণতন্ত্রের ওপর আসা হুমকির গভীরতা সম্পর্কে ভোটারদের ধারণা দিতে পারে। তবে তাদের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো। সংবাদমাধ্যমগুলোর বড় অংশ শাসকগোষ্ঠীর মুখপত্র হিসেবে কাজ করে বিকৃত তথ্য দিয়ে বিরোধী দলগুলোকে ভোটারদের কাছে ছোট করার চেষ্টা করে এবং মুসলমান, খ্রিষ্টান ও বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের খেপিয়ে তোলে। বিরোধী দলগুলোকে এ চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে হবে।

এ অবস্থায় ভারতের জনগণকে একছাতার তলায় আনতেই হবে। রাহুল গান্ধী সম্প্রতি 'ভারত জোড়ো যাত্রা' কর্মসূচিতে চার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছেন এবং বিজেপির হুমকি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। সেই পটভূমিতে বিরোধী দলগুলোকে এক করার এ কাজের নৈতিক কর্তৃত্ব তাঁর আছে।

এখন তিনি পার্লামেন্ট থেকে বহিষ্কৃত হওয়ায় সংসদীয় বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হলেন এবং স্বাধীনভাবে দেশের অবস্থা সম্পর্কে রাজপথে গিয়ে সাধারণ মানুষকে বলতে পারবেন। মোদি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে রাহুল একটি মন্দ শব্দও উচ্চারণ না করার পরও সরকার একের পর এক তাঁর ওপর আক্রমণ করায় বোঝা যাচ্ছে, সরকার তাঁকে কতটা ভয় পাচ্ছে। কিন্তু এ মুহূর্তে শুধু গান্ধীতে আটকে থাকলে হবে না। গান্ধীকে এখন জনদৃষ্টিকে তাঁর দিক থেকে ভারতের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের দিকে ফেরাতেই হবে।

অর্ডার কমছে গোশাক খাতে, সংকটে শ্রমিকরা

ঢাকা ঃ প্রতিনিয়ত অর্ডার কমছে। ফলে কারখানার উৎপাদনও কমে যাচ্ছে। এতে সংকটে পড়ছেন গার্মেন্ট শ্রমিকরা। এতদিন বেতনের সঙ্গে ওভারটাইম মিলিয়ে দিন পার হয়ে যেত। এখন ওভারটাইম নেই। ফলে মূল বেতনই ভরসা। যা দিয়ে কোনোভাবে টিকে থাকাই মুশকিল। সামনে ঈদ কীভাবে পার হবে তা ভেবেও চিন্তিত তারা। গার্মেন্টের মালিকপক্ষ সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ঈদ যেহেতু এপ্রিলের ২১ বা ২২ তারিখে হবে ফলে এই মাসের বেতন দেওয়া হবে না। তবে বোনাস দেওয়া হবে। মাসের শেষ সপ্তাহ যেহেতু পড়ে যাচ্ছে তাই পুরো মাসেরই বেতন চান শ্রমিকরা। এখানেই তৈরি হতে পারে সংকট। তবে এখনো পর্যন্ত খুব বেশি সংকটের কথামালিক বা শ্রমিকদের কাছ থেকে আসেনি। গত ডিসেম্বরে বকেয়া বেতনের দাবিতে রাজধানীর কমলাপুরে মূল সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছিলেন ইথিক্যাল টেক্সটাইল ফ্যাশনের প্রায় তিন শতাধিক শ্রমিক। এছাড়া গত তিন মাসে বেতনের দাবিতে কোনো ফ্যাক্টরিতে আন্দোলনের কথা শোনা যায়নি। ফলে শ্রমিকের আয় কমে গেলেও খুব বেশি বেতন সংকট নেই। বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সভা প্রধান তাসলিমা আখতার ডয়চে ভেলেকে বলেন, খুব বেশি বেতন সংকট নেই সত্যি। কিন্তু শ্রমিকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ে ভালো বেতনে চাকরি করা মানুষেরই নাভিশ্বাস উঠেছে। সেখানে ৮ হাজার টাকা বেতন পাওয়া শ্রমিক জীবন চালাবেন কীভাবে? এর মধ্যে এখন আর ওভারটাইম নেই। ফলে মূল বেতন দিয়ে মাছমাংস তো দূরের কথা শাকসবজি কেনাই কঠিন হয়ে গেছে। এখন মাসের শেষ সপ্তাহে ঈদ হলে শুধু বোনাস দিয়ে শ্রমিকরা ঈদ করবেন কীভাবে? অবশ্যই তাদের বেতন দিতে হবে। আমরা আগামী সপ্তাহ থেকে এ বিষয়ে মালিকদের সঙ্গে কথা বলব। তবে বেতন দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে মনে করেন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সিনিয়র সহসভাপতি শহিদউল্লাহ আজিম। তিনি বলেন, মাস শেষ না হলে তো আপনি বেতন চাইতে পারেন না। আমরা মার্চের বেতন পরিশোধ করে দেবো। বোনাসও দেবো। কিন্তু এপ্রিলের বেতন দিতে পারব না। দেখেন এখন একটা ফ্যাক্টরির যে উৎপাদন ক্ষমতা তার ৬০-৭০ ভাগ কাজ হচ্ছে। গত তিন মাস ধরে ওভারটাইম বন্ধ। ভয়াবহভাবে অর্ডার কমে যাচ্ছে। মালিকদের টিকে থাকাই মুশকিল। সেখানে অযৌক্তিক দাবি করা হলে আমাদের পক্ষে সেটা মেটানো তো সম্ভব নয়। এদিকে গার্মেন্টে মজুরি বোর্ডের মেয়াদও শেষ হয়ে গেছে। নতুন মজুরি বোর্ড গঠনের প্রস্তুতি চলছে। সরকারের তরফ থেকে মজুরি বোর্ড গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গার্মেন্টস খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের মাসিক মজুরি বাড়িয়ে ন্যূনতম ২৫ হাজার টাকাকরার দাবি জানিয়েছে শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠন। বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার সলিডারিটির প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক কল্পনা আখতার বলেন, বর্তমানে একজন শ্রমিকের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও বাসা ভাড়া মিলিয়ে ১৪ হাজার টাকার বেশি প্রয়োজন হয়। বাজারে শুধু চালের পেছনেই প্রতিটি পরিবারের খরচ বেড়েছে ২ হাজার ১০০ টাকা। এ অবস্থায় বর্তমান মজুরি দিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। ২০১৮ সালে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাসিক ন্যূনতম বেসিক বেতন নির্ধারণ করা হয় ৪ হাজার ১০০ টাকা, বাসা ভাড়া ২ হাজার ৫০ টাকা, খাদ্য ভাতা ৯০০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ৬০০ টাকা ও যাতায়াত ভাতা ৩৫০ টাকা মিলিয়ে সর্বনিম্ন মোট মজুরি ধরা হয় ৮ হাজার টাকা। বর্তমানে এ টাকা দিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই আমরা দ্রুত বেতন বাড়ানোর দাবি জানিয়েছি। বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকন বলেন, আমাদের উৎপাদন খরচ যে পরিমাণে বেড়েছে তাতে কারখানা টিকিয়ে রাখা কঠিন। একটা ফ্যাক্টরির আগে গ্যাস বিল দিতে হতো ৩ কোটি টাকা। এখন সেই ফ্যাক্টরির গ্যাস বিল আসছে ১০ থেকে ১২ কোটি টাকা। এর বাইরে বিদ্যুতের বিলও একইভাবে বেড়েছে। তাহলে ফ্যাক্টরি চলবে কীভাবে? এতকিছুর পরও আমরা শ্রমিকদের নিয়মিত বেতন ভাতা পরিশোধ করে আসছি। সামনে ঈদ ফলে বেতন ভাতাই আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সবার সহযোগিতা ছাড়া টেক্সটাইল খাত আগামী দিতে টিকে থাকবে পারবে না। গার্মেন্ট মালিকরা ইউরোপের বাজারে রপ্তানি কমে যাওয়ার কথা বললেও ইউরোপীয় পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্ট্যাটের সর্বশেষ প্রতিবেদন বলছে ভিন্ন কথা। গত জানুয়ারিতে প্রকাশিত তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত (৯ মাসে) ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) সারাবিশ্ব থেকে ৮৬ দশমিক ৭৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পোশাক আমদানি করেছে। ২০২১ সালের ওই সময়ের তুলনায় যা ২৪ দশমিক ৪১ শতাংশ বেশি। এই সময়ে বাংলাদেশ থেকে ১৯ দশমিক ৪০ বিলিয়ন বা এক হাজার ৯৪০ কোটি ৭০ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের পোশাক আমদানি করেছে ইইউ। যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ১৩ দশমিক ৬৯ বিলিয়ন বা এক হাজার ৩৬৯ কোটি ৫ লাখ ১০ হাজার ডলার। ফলে দেখা গেছে, বাংলাদেশ থেকে ইউরোপ পোশাক আমদানি বাড়িয়েছে ৪১ দশমিক ৭৬ শতাংশ। বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেছেন, এই তথ্য তো গত বছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত। ওই সময় ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশ ভালো করছে। এই সময়ের পর ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি কমেছে। যা তাদের পরবর্তী রিপোর্টে পাওয়া যাবে। আমরা যেটা বলছি, গত ডিসেম্বর থেকেই মূলত রপ্তানি কমতে শুরু করেছে। যার প্রভাব এখনও রয়েছে।

দেশে ডলার আনা চিংড়িশিল্পের এ হাল কেন

রওশন জামাল

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের চিংড়িশিল্প, যার আহ্লাদী নাম 'সাদা সোনা'। এই মহামূল্যবান সাদা সোনা কত কিছুর মূল্য দিয়ে কেনা জানেন? ডলার আয় করে বলে কত কিছু উপেক্ষা করতে হয়েছে চিংড়িশিল্পের জন্য, খোঁজ নিয়েছেন কি কেউ? ফসলি জমিতে লবণাক্ততা, ক্ষয়িষ্ণু জীববৈচিত্র্য, সুন্দরবন ধ্বংস, প্রান্তিক কৃষকের বাস্তুচ্যুত হওয়া, হ্রাসকৃত ফসল উৎপাদনের মতো বড় মূল্যের বিনিময়ে লোনাপানির চিংড়ির দ্রুত সম্প্রসারণ হয়েছিল উপকূলে। ডলারের গন্ধে উপকূলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মুনাফালোভী প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা। সাদা সোনার হাতছানিতে গরিব ধানচাষির সাধের জমিটা রাতারাতি চলে গিয়েছিল লোনাপানির বাগদা চিংড়ি চাষের আওতায়। লবণে বিষাক্ত ধানি জমি চিংড়ি দস্যুকে দিয়ে দেশান্তরিত হয়েছিলেন ভূমিহীন মনু মিয়া আর প্রান্তিক চাষি পবন দাস।

অপরিকল্পিত চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের অশুভ পরিণাম নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে, গণমাধ্যম প্রচার করেছে নানা রঙের দুঃখসুখের খবর। দরিদ্র কৃষকের কলিজার টুকরা তিন ফসলি জমিতে লোনাপানির আগ্রাসন নিয়ে পরিবেশবাদীদের প্রতিবাদ কোনোভাবেই যথেষ্ট ছিল না। শেষ পর্যন্ত ডলার উপার্জন করা সাদা সোনাশিল্প প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায় বিপন্ন কৃষি ও বিপর্যস্ত জীবিকায়নের মূল্যের বিনিময়ে। গড়ে ওঠে হ্যাচারি, প্রসেসিং প্ল্যান্ট, রপ্তানি কেন্দ্র। অগত্যা কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয় বিশাল জনগোষ্ঠীর। নীতিকৌশলে পরিবেশ রক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ নানা কথা লেখা থাকলেও, বাস্তবে দ্রুত মুনাফা অর্জন আর কাঁচা ডলারই প্রাধান্য পায়।

কিন্তু হঠাৎ ভাবিয়ে তুলেছে চিংড়িশিল্পের ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনশীলতা আর অনিশ্চিত গন্তব্য। গত তিন দশকে মোট উৎপাদন কিছুটা বাড়লেও ফলন বাড়েনি উল্লেখ করার মতো। ১৯৯০ সালের ৯৫ হাজার হেক্টর জমির চিংড়ি চাষ ২০১৫ সাল পর্যন্ত বেড়ে দাঁড়ায় ২ লাখ ৭৫ হাজার হেক্টর। কিন্তু দৃশ্যপটের দ্রুত পরিবর্তন হয় ২০১৫ সালের পর থেকে। আবাদ এবং রপ্তানি, দুটিই কমতে থাকে। ২০৩০ সালে ৮৫ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার বৈশ্বিক চিংড়ির বাজারের সম্ভাবনা সামনে রেখে যেখানে প্রধান চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশে ফলন বাড়িয়েছে কয়েক গুণ, সেখানে বাংলাদেশের চিংড়িশিল্প লড়াই করার প্রস্তুতি নিচ্ছে হেক্টরপ্রতি ৩৪৭ কেজি ফলন নিয়ে। আসুন, গত ১০ বছরে বাংলাদেশ চিংড়ি চাষ করা জমি ও উৎপাদনের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। ২০১২ সালে চিংড়ি চাষের আওতায় জমির পরিমাণ ছিল ২ লাখ ৭৯ হাজার হেক্টর, ২০২২ সালে এটা দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৫০ হাজার হেক্টরে। গত ১০ বছরে উৎপাদন কমেছে ৩৫ শতাংশ। কাঁচামালের অভাবে দেশের ১০৫টি হিমায়িত চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার মধ্যে বর্তমানে ৩৫টি কোনোরকমে চালু আছে। প্রধান চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশের তালিকায় বাংলাদেশের গড় ফলনই সবচেয়ে কম। ভারতের হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৪ দশমিক ২৬ টন, চীনের ৪ দশমিক ৮৭ টন, থাইল্যান্ডের ১১ দশমিক ৩৪ টন ও ফিলিপাইনের ৪ দশমিক ৫৮ টন। উৎপাদনের এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে পেছনের সারির চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশ মেক্সিকো, ব্রাজিল, ফিলিপাইন, ইরান, মালয়েশিয়া, ভেনেজুয়েলা চলে আসবে সামনের কাতারে। বাজার হারাবে বাংলাদেশের সাদা সোনা।

গত ৩০ বছরে চিংড়িশিল্পের ওপর সবচেয়ে বড় ঝড়টা ভাইরাসের আক্রমণ। মাল্টি বিলিয়ন ডলারের সম্ভাবনাময় এই শিল্প মারাত্মক উৎপাদন ঝুঁকিতে পড়ে এই ভাইরাসের কারণে। অবশ্য এই ঝড় সামলাতে চীন, ভিয়েতনাম, ভারত, ইকুয়েডরসহ প্রধান চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশগুলো বিকল্প বাণিজ্যিক প্রজাতি দিয়ে বিদ্যমান ব্ল্যাক টাইগার চিংড়ি প্রতিস্থাপনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যায়। তারা সম্ভাবনা দেখতে পায় ভেনামি প্রজাতির চিংড়িতে। ২০০০ সালের পর থেকে এসব দেশ স্বল্প পরিসরে ট্রায়াল ও ঝুঁকি বিশ্লেষণের কাজ চালাতে থাকে। বাণিজ্যিক উৎপাদনে চলে যায় ২০১০ সাল নাগাদ। ভেনামি চিংড়ির বাণিজ্যিক চাষ চিংড়িশিল্পে নিয়ে আসে নতুন বিপ্লব। বর্তমানে বৈশ্বিক উৎপাদনের ভেনামি চিংড়ির অবদান ৮০ শতাংশের বেশি। আসুন, প্রতিবেশী দেশ ভারতের সফলতার দিকে একবার তাকাই। ২০০০ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের চিংড়িশিল্প কাছাকাছি ছিল। ২০১৯ সালে ভারত চিংড়ি রপ্তানি করে আয় করে ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা কিনা মোট বৈশ্বিক আয়ের ২৪ শতাংশ। ভারত এই বিপ্লব রচনা করেছে মাত্র ১ লাখ ৬০ হাজার হেক্টর চিংড়ির খামার থেকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ২ লাখ ৫০ হাজার হেক্টর চিংড়ির খামার থেকে আয় করেছে শূন্য দশমিক ৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এই খাতে আয় ছিল শূন্য দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলার।

গত ১০ বছরে ভারত যেখান ভেনামি চিংড়ি চাষ করে তাদের চিংড়িশিল্পকে নিয়ে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়, তখন বাংলাদেশের অনেক গবেষক, বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ নতুন প্রজাতির সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে শুধু চায়ের কাপে ঝড় তুলেছেন। বেসরকারি খাত ১০ বছর ধরে অনুরোধমিনতি করে গেছে ভেনামি চিংড়ি চাষ শুরুর অনুমতি চেয়ে। যেখানে চিংড়ি চাষের শুরুই হয়েছে কৃষি ও জীববৈচিত্র্যের বিপর্যয় দিয়ে সেখানে একটা নতুন সম্ভাবনাময় প্রজাতির প্রচলন নিয়ে দ্বিধান্বিত নীতি খুবই অবাক হওয়ার বিষয়।

শেষ পর্যন্ত যখন ২০২১ সালে এসে একটু ঘুম ভেঙেছে, ততক্ষণে বাংলাদেশের চিংড়িশিল্প প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ছিটকে পড়েছে বহুদূর। এতক্ষণ ভারতের চোখধাঁধানো সফলতার গল্প শুনছিলাম। আসুন, আরও কয়েকটি দেশের চিত্র দেখি। ২০২০ সালে চিংড়ি রপ্তানি করে ভিয়েতনাম আয় করেছে ১ দশমিক ৯৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ইকুয়েডর ২ দশমিক ৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ইন্দোনেশিয়া ১ দশমিক ৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ট্যারিফ সুবিধা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র, ইইউতে বাংলাদেশ তার রপ্তানি বাজার হারাচ্ছে। ২০১৪-১৫ সালের তুলনায় ২০২০-২১ সালে রপ্তানি আয় ৩৫ শতাংশ কমে গেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশে চিংড়ি রপ্তানি করেছে ২৭ হাজার ৯৬৭ টন, যেটা ২০১০-১১ সালে ছিল ৫৪ দশমিক ৮৯১ টন। নতুন প্রজাতির চিংড়ি চাষ নিয়ে গবেষক, নীতিনির্ধারক ও পরিবেশবাদীদের মধ্যে উৎকণ্ঠা রীতিমতো শঙ্কিত হওয়ার মতো। বিদেশি জাতের মাছ, পাখি, গরু, সবজি, ফুলফল কত কিনা আমাদের দেশে চাষ হচ্ছে। কিন্তু ভেনামি প্রজাতির চিংড়ি চাষ করলে নাকি চিংড়ি খাত ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের মতো ইকোসিস্টেমে সফলভাবে যেখানে ভেনামি চিংড়ি চাষ হচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশের অতিসতর্কতা হাস্যকর বটে। ভেনামি প্রজাতির চিংড়ির বাণিজ্যিক চাষ করার ফলে বৈশ্বিক চিংড়ি উৎপাদনের পরিমাণ ২০০৩ সালের ২ বিলিয়ন টন থেকে ২০১৯ সালে ৮ মিলিয়ন টনে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু অবাক করার বিষয়, প্রধান চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশই একমাত্র দেশ, যেখানে বাণিজ্যিক ভেনামি চিংড়ি চাষ এখনো শুরু হয়নি। সাম্প্রতিক কালে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের আকাশচুম্বী উত্থানের পেছনে ভেনামি চিংড়ির বাণিজ্যিক চাষ যুগান্তকরী অবদান রেখেছে। কয়েক বছর ট্রায়াল ও ঝুঁকি বিশ্লেষণের পর ভারত ২০০৯ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। এশিয়ার ১৫টি চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে ১৪টি দেশে ভেনামি চিংড়ির বাণিজ্যিক চাষ হচ্ছে। আমাদের কেবল ঘুম ভেঙেছে। ২০২১ সালে ১৩টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে পরীক্ষামূলক ট্রায়ালের অনুমতি দিয়েছে মৎস্য বিভাগ। গণমাধ্যমে এসব ট্রায়ালের সফলতার খবরও প্রচারিত হয়েছে। এক দশক আগে যদি আমরা ট্রায়াল শুরু করতে পারতাম, তাহলে আজকের চিংড়িশিল্প অনেক সমৃদ্ধ হতো।

জোয়ারভাটার লোনাপানি আছে বলেই উৎপাদন বাড়ানোর জন্য অনুভূমিক সম্প্রসারণ মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। ভারতের উপকূলীয় অঞ্চল বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও দেশটি খুব হিসাবনিকাশ করে মাত্র ১ লাখ ৬০ হাজার হেক্টর জমি চিংড়ি চাষে জন্য ছেড়েছে। একসময় মতলববাজ জ্ঞানীজনেরা উপকূলের লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনায় চিংড়ি চাষের জন্য ঢাকঢোল পিটিয়েছিলেন। এই ঢাকঢোলে কাজও হয়েছিল। এখন উপকূলের কৃষির দিন বদলেছে। লোনাপানি আর লোনামাটিতেই কৃষক সোনা ফলানোর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। উপকূলের মাঠ তরমুজ, শর্ষে, সূর্যমুখী, সবজি, ফল দিয়ে ভরে উঠছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত আবিষ্কার করেছে। এখন চিংড়িঘেরের জমিটাতে পুনরায় ফসল চাষ করতে চান প্রান্তিক কৃষক। চিংড়ি চাষ আর অনুভূমিক সম্প্রসারণ না করে ফলন বৃদ্ধির জন্য নীতিকৌশল ও প্রযুক্তি প্রয়োগের সময় এসেছে। ফসলি জমি রক্ষায় ভূমি ব্যবহার আইন বাস্তবায়ন ও সুচিন্তিত ক্রপ জোনিং যৌক্তিকতা শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এসডিজির জমানায় উন্নয়ন টেকসই হওয়াটায় বড় চ্যালেঞ্জ। অবিবেচকের মতো দ্রুত উন্নয়নের পেছনে ছুটলে একটি উন্নয়নের অনল সভ্যতাকে পুড়িয়ে মারবে। কৃষি, পরিবেশ ও প্রতিবেশের অনেক মূল্য দিয়ে কেনা চিংড়িশিল্প যদি না টিকে, যদি কাঙ্ক্ষিত ডলার না আনতে পারে, তাহলে কালীগঞ্জের ধানচাষির কাছে আমাদের জবাব কী?

শুধু মুনাফা দেখলে তো চলে না, উন্নয়নসমৃদ্ধির জন্য কত কী দেখতে হয় বাঁচতে হলে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় কার্বন নিঃসরণ, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, ইকোসিস্টেমসহ আর্থসামাজিক নানা বিষয় বিবেচনা না করলে সেই উন্নয়ন ফ্রাংকস্টাইনের দানব হয়ে আপনাকেও গিলে খাবে। বাংলাদেশের সামান্য কৃষিজমি ১৮ কোটি মানুষের খাদ্যনিরাপত্তায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সময় এসেছে নীতিকৌশল প্রণয়নে অত্যন্ত সতর্ক হওয়ার। শুধু ডলার আর মুনাফা নয়, আমাদের নীতিকৌশলের লক্ষ্য হোক পরিবেশবান্ধব, জনবান্ধব ও টেকসই উন্নয়ন।

এক নজরে এন.পি.আর ও এন.আর.সি

বীরভূম (মহম্মদ ওয়াশিম)ঃ আমরা সকলেই জানি অসম এনআরসি এর পর সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী এনআরসি প্রক্রিয়াকরণ চালানোর এক প্রস্তাব রেখেছিল কেন্দ্র সরকার । আর সেই প্রস্তাবকে সফল করতেই ২০১৯ এ সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী ভোটার তালিকার ডিজিটালি করণ, ভোটার তালিকার সংশোধন ও ফ্যামিলি লিস্টিং এর কাজ শুরু হয়েছিল । বর্তমানে ভোটার কার্ডের সাথে আধার কার্ডকে লিংক করার প্রক্রিয়াকরণ চলছে । আর এই আধার ভোটার লিংক অনেকেই করছেন, অনেকেই হাস্যকর ভাবে নিচ্ছেন, অনেকেই বলছেন বাধ্যতামূলক নয়, এরকম কোন নোটিশ আমার দেখিনি, অথচ দেখা যাবে সেই লোকটি নোটিশ কথাটির অর্থই বোঝেন না । সে যাই হোক আসল কথা হচ্ছে ইলেকশন কমিশনের নতুন আইন ২০২১ অনুযায়ী ভোটার কার্ডের সাথে আধার কার্ডকে লিংক না করালে তার ভোটার কার্ডটি বাতিল বলে গণ্য হবে । অর্থাৎ আপনি যদি ভোটার কার্ডের সাথে আধার কার্ড কে লিংক না করান তাহলে আপনার ভোটার কার্ডটি ভোটার তালিকা থেকে ডিলিট করা হতে পারে ও আপনাকে ভোট দান থেকে মানে ভোটার হিসাবে বাতিল করা হতে পারে । আর এই কথাটি একজনের থেকে আর একজনের কাছে পৌঁছানোর ফলেই যারা ভোটার কার্ডের সাথে আধার কার্ডকে লিংক করেননি তারা আস্তে আস্তে লিংক করাচ্ছেন ও যারা পারেন না তারা অনলাইন দোকানে দৌড়াচ্ছেন কারণ শুধুমাত্র ভোট দানই নয় ভোটার কার্ডটি বন্ধ হয়ে গেলে মানুষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসুবিধা হতে পারে এছাড়াও পরিচয়পত্র হিসাবে ভোটার কার্ডের গুরুত্ব অনেকখানি । ভোটার কার্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথাতে অনেক মানুষ ভয়ও করছেন যে কাজটি এখন বিনামূল্যে হচ্ছে হয়তোবা আগামীতে এই লিঙ্কের জন্য সরকার কোন ফাইন ধার্য করতে পারে ঠিক প্যান কার্ডের মতো । এছাড়াও কিছু সময় আগে আমরা রেশন কার্ডের সাথে আধার কার্ড কে লিংক করেছি । রেশন কার্ডের সাথে আধার কার্ড কে লিংক করানোর কারণে বহু জাল রেশন কার্ড বন্ধ হয়েছে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে দেড় কোটিরও বেশি মানুষের রেশন কার্ড বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে জাল রেশন ও আধার কার্ড লিঙ্ক না থাকার জন্য । প্যান কার্ডের সাথে আধার কার্ডকে লিংক করানোর কারণে প্যান কার্ড জালিয়াতি কমেছে মানুষের একাধিক প্যান কার্ড বন্ধ হয়ে একটি মাত্র প্যান কার্ডে পরিণত হয়েছে । প্যান কার্ডের সাথে আধার কার্ড কে বিনামূল্যে লিংক এর প্রক্রিয়াকরণ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু বর্তমানে যাদের প্যান কার্ডের সাথে আধার কার্ড লিঙ্ক নেই তারা ১০০০ টাকা ফাইনের বিনিময়ে প্যান কার্ডের সাথে আধার কার্ডকে লিংক করাতে পারবেন । ব্যাংক একাউন্ট এর সাথে আধার কার্ড কে লিংক করানো বাধ্যতামূলক, না করলে ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি বন্ধ হয়ে যায় । কারো পেনশন কার্ড থাকলে পেনশন কার্ডের সাথে আধার কার্ড কে লিংক করাতে হবে, পাসপোর্ট থাকলে পাসপোর্ট এর সাথে আধার কার্ড কে লিংক করাতে হবে, এমনকি বর্তমানে জমি জায়গা কেনাবেচা করতে হলেও আধার কার্ড বাধ্যতামূলক আধার কার্ড ছাড়া জমি জায়গা কেনাবেচা হবে না । এক কথায় বলা যেতে পারে মানুষের সমস্ত কিছু নথির সাথে আধার কার্ডকে লিংক করা বাধ্যতামূলক । ঠিক তেমনি বর্তমানে চলতে থাকা ভোটার কার্ডের সাথে আধার কার্ড লিংক এর প্রক্রিয়াকরণ এর মাধ্যমে বাছাই হবে জাল ভোটার কার্ড । ভোটার কার্ডের সাথে আধার কার্ড লিংক এর প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরে বন্ধ করা হবে ওই সমস্ত ভোটার কার্ড যাদের ভোটার কার্ডের সাথে আধার কার্ডকে লিংক করা হয়নি । তারপর একটা সময় এমন আসবে যখন মিলিয়ে দেখা হবে পুরনো ভোটার তালিকায় আপনার পূর্বপুরুষের নাম । যে সমস্ত ভোটারদের পুরনো ভোটার লিস্টে তাদের পূর্বপুরুষের নাম থাকবে তাদের আলাদা লিস্ট বানানো হবে ও যাদের থাকবে না তাদের আলাদা লিস্ট বানিয়ে যথাসম্ভব তাদের নোটিশ করা হবে পূর্বপুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য । আর এভাবেই সম্পূর্ণ করা হবে, এনআরসি প্রক্রিয়াকরণের কাজ । আসলে আমরা সমাজের কিছু কুপরামর্শ ধারি মানুষের কথার ফাঁদে পড়ে নিজেদের নথি সংশোধন ও নথি সংগ্রহের কাজকে পিছনে ফেলে রেখে খুব হাসি আমোদের সাথে নিজেদের সমস্ত নথিপত্রকে আধার কার্ডের সাথে লিংক করিয়ে চলেছি, কিন্তু আমরা কেউ একবারের জন্য ভাবি না আমাদের সমস্ত নথিকে আধার কার্ডের সাথে লিংক করানো হচ্ছে । সাম্প্রতিক আধারের পোর্টালে একটা নতুন অপশন চালু হয়েছে যেটি হলো আধার নাম্বার দিয়ে মোবাইল ওটিপি এর মাধ্যমে আধার কে লগইন করে সেখানে POI আর POA এই দুটি ডকুমেন্টস আধারে আপলোড করা, যাদের আধারের সাথে মোবাইল লিংক নেই তারা এই প্রক্রিয়াটি আধার সেন্টারে গিয়ে করতে পারবেন । এবং আধারের সাথে ওই দুটি ডকুমেন্টস এর তথ্য হুবহু একই থাকতে হবে । আর একটি অপশন হল হেড অফ দা ফ্যামিলি নির্বাচন এর অপশন অবশ্যই অপশনটি এখন বন্ধ আছে হতে পারে খুবই শীঘ্রই অপশনটি চালু হবে এবং সমস্ত আধার ধারিদের হেড অফ দা ফ্যামিলি অর্থাৎ পরিবারের কর্তা নির্বাচন করতে হবে ও এভাবেই আধারের মাধ্যমে চিহ্নিত হবে এক একটা পরিবার । হয়তো এভাবেই সংগ্রহ করা হচ্ছে এনপিআর এর জন্য তথ্য । এক কথায় বলা যেতে পারে কেন্দ্র সরকারের এক দেশ এক কার্ড নিয়ম নীতি যাকে এনআরসিও বলা যায় আমরা তারই প্রক্রিয়াকরণের মধ্যে আছি । তাই পশ্চিমবঙ্গের জনগণের উদ্দেশ্যে বলা যেতে পারে সজাগ হোন নিজের নথিপত্র সামলে রাখুন বুঝতে শিখুন ।

সম্পাদকীয়

পুতিন ও ট্রাম্পের সত্যিই কি বিচার হবে?

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) ইউক্রেন থেকে শিশুদের তাড়িয়ে দেওয়ার মতো যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার দুই সপ্তাহ পর নিউইয়র্কের গ্র্যান্ড জুরি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পর্নো তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে মুখ বন্ধ রাখতে অর্থ দেওয়াসংক্রান্ত একটি মামলায় অভিযুক্ত করেছেন। এ মামলা দুটিতে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজনীতির ওপর আইনের ক্রমবর্ধমান সম্ভাব্য ভয়ানক প্রাধান্য বিস্তারের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। দুটি ঘটনাই যুগান্তকারী। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ গঠন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে যেকোনো সাবেক ও বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে প্রথম ঘটনা। একইভাবে আন্তর্জাতিক আদালতগুলো এর আগে হাতে গোনা কয়েকটি দুর্বল দেশের সরকারপ্রধানদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দিলেও পরাশক্তিগুলোর সরকারপ্রধানদের মধ্যে এই প্রথম কোনো নেতাকে গ্রেপ্তার করতে আদালত আদেশ দিয়েছেন।

এ দুটি ঘটনায় যদি দুজনের একজনও দোষী সাব্যস্ত না হন, তাহলেও চলমান আইনি পদক্ষেপগুলো এমন গুরুত্বপূর্ণ নজির সৃষ্টি করবে, যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব থাকবে। এখন প্রশ্ন হলো, সেই নজিরগুলো সুখকর হবে কি না এবং সেগুলোর ফলাফল ভারসাম্যের দিক থেকে ইতিবাচক হবে কি না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত নুরেমবার্গ ট্রায়াল থেকে এখন পর্যন্ত যুদ্ধকালীন কর্মকাণ্ডের আইনভিত্তিক জবাবদিহির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণই আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনের মূল লক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। অধিকাংশ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অধীন। তার মানে দাঁড়ায়, এসব আদালতকে নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচ স্থায়ী সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সুযোগ নেই। কিন্তু আইসিসি তার গঠনগত নকশা অনুযায়ী জাতিসংঘের আওতাধীন নয়। যদিও রাশিয়া কখনোই আইসিসির এখতিয়ারকে স্বীকৃতি দেয় না। আইসিসির কৌঁসুলি করিম এ এ খান মনে করছেন, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা মানুষের মনে এ আশা জাগিয়ে তুলছে যে পুতিনকে ইউক্রেনে শিশুদের নির্যাতন করা এবং হয়তো আরও অনেক অপরাধে নির্দেশ দেওয়ার জন্য 'জবাবদিহি' করা হবে। এমনকি পুতিনকে যদি কোনো দিন হেগের আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে না ও হয়, তারপরও এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ইউক্রেনে আইসিসির ভাষায়, 'ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ ঠেকাতে অবদান রাখবে।' মামলার দুর্বলতার কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, অ্যাটর্নি ব্র্যাগের ডেমোক্রেটিক পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ আছে এবং এই প্রেক্ষাপট সামনে রেখে মামলাটিকে রিপাবলিকান পার্টির লোকেরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা হিসেবে দাবি করছেন। এতে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সরকারি নথি চুরি করার আরও যে মামলা আছে, তা ও হালকা হয়ে যেতে পারে। ইয়েল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন উপদেষ্টা হ্যারল্ড কোহ বলেছেন, এই পরোয়ানা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পুতিনের বৈধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে এবং তাঁকে আরও একঘরে করবে। অবশ্য মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আরেক সাবেক আইন উপদেষ্টা ও বর্তমানে ইংটারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের নীতিপ্রধান স্টিফেন পম্পার মনে করেন, পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি আন্তর্জাতিক মহলে ভয়ানক 'নেতিবাচক প্রভাব' ফেলবে। পম্পার মনে করেন, এতে পুতিন আরও ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে পারেন। বিশেষ করে, যদি এই পরোয়ানা আদালতকে সমর্থনদানের প্রশ্নে আন্তর্জাতিক বিশ্বকে বিভক্ত করে ফেলে অথবা রাষ্ট্রগুলো যদি সুযোগ পাওয়ার পরও পুতিনকে গ্রেপ্তার করতে এবং হেগে হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে আইসিসির মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে।

মোদী সরকারের নীতির ফলে কি আদানি, আম্বানি, টাটাদের মতো বৃহৎ সংস্থাগুলির লাভ হচ্ছে?

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর ভিরাল আচারিয়া যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ব্রুকিংস ইন্সটিটিউশনের এক নতুন গবেষণা পত্রে দেশের শিল্পনীতি নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, ভারতীয় অর্থনীতিতে বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাধান্য। দেশের বাণিজ্যে বৃহৎ গোষ্ঠীগুলির বড় অংশীদারিত্ব আছে।

নিখিল ইনামদার
প্রাবন্ধিক

কিন্তু এটা অর্থনীতির জন্য ঠিক নয়।

যদি আমরা চাই যে ভারতে ব্যবসা বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ুক আর বড় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলি তাদের উৎপাদিত পণ্য বা পরিষেবা বেশি দামে না বিক্রি করে, তাহলে ওই বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীগুলির আকার ছোট করতে হবে, গবেষণা পত্রে লিখেছেন মি. আচারিয়া।

বর্তমানে নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টার্ন স্কুল অব বিজনেসের অর্থনীতির অধ্যাপক আচারিয়ার মতে, ১৯৯১ সালে অর্থনীতির উদারীকরণের পর থেকেই 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনসেন্ট্রেশন' কমে আসছিল। 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনসেন্ট্রেশন' এমন একটা অবস্থা, যেখানে দেশের মোট উৎপাদনের ওপরে কয়েকটি মাত্র সংস্থা আধিপত্য বিস্তার করে ফেলে।

তবে ২০১৫ সালের পর থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনসেন্ট্রেশন আবারও বাড়তে শুরু করেছে।

রিলায়েন্স, আদানি, টাটা, আদিত্য বিড়লা এবং ভারতী এয়ারটেল - যদি এই পাঁচটি বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীর ২০২১ সালের অবস্থার দিকে তাকানো যায়, তাহলে দেখা যাবে যে আর্থিক ক্ষেত্রের বাইরে তাদের সম্পত্তির অংশীদারিত্ব প্রায় ১৮ শতাংশে পৌঁছে গেছে। ১৯৯১ সালে এর পরিমাণ ছিল দশ শতাংশ। ভিরাল আচারিয়া বলছেন, এই সংস্থাগুলো যে শুধু ছোট ছোট সংস্থাকে শেষ করে দিয়ে নিজেরা বড় হয়েছে, তা নয়। এই পাঁচটি সবথেকে বড় সংস্থা নিজেদেরও ক্ষতি করেই বড় হয়েছে। বাজারে এই সংস্থা পাঁচটির অংশীদারিত্ব ১৮ শতাংশ থেকে কমে নয় শতাংশ হয় গেছে।

অধ্যাপক আচারিয়ার মতে এর পেছনে একাধিক কারণ আছে। বড় সংস্থাগুলো যেমন সমস্যায় পড়া ছোট সংস্থা কিনে নেওয়া বা অধিগ্রহণ করার ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষা যেমন একটা কারণ, তেমনই আবার সরকারের পক্ষ থেকে এমনভাবেই শিল্পনীতি তৈরি করা হয়, যাতে বড় সংস্থাগুলোকেই সরকারী প্রকল্পগুলো ভাগ করে দেওয়া যায়।

আবার ওইসব বড় সংস্থাগুলো তাদের উৎপাদিত পণ্য বা পরিষেবার মূল্য অকল্পনীয় ভাবে কম রাখে, আর সরকারী নিয়ন্ত্রক এজেন্সিগুলো সাধারণত এসব না দেখার ভান করে।

ভিরাল আচারিয়া লিখছেন, এই প্রবৃত্তি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে ক্রোনি ক্যাপিটালিজম তৈরি হয়, যেখানে রাজনৈতিক সম্পর্ককে ব্যবহার করে ব্যবসায়িক প্রকল্প যোগাড় করে ফেলা যায়। এই অবস্থায় কর্পোরেট সংস্থাগুলির অভ্যন্তরেই বেআইনি লেনদেন হতে থাকে। সরকার বা রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে সখ্যতা আছে, এমন সংস্থাগুলোকে ব্যাঙ্কও

বেশি বেশি করে ঋণ দেয়।

সংস্থাগুলো সেই ঋণের অর্থে নিজেদের ব্যবসা বাড়িয়ে চলে, অন্যদিকে প্রতিযোগী সংস্থাগুলোর পক্ষে লড়াইটা অনেক কঠিন হয় দাঁড়ায়।

আইএমএফের প্রাক্তন ভারতপ্রধান জোশ ফেলম্যান বিবিসিকে এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, এধরনের ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন সংস্থাগুলো খুব সহজেই ওভার লেভারেজ হয়ে যায় আর তারপরে একটা সময়ে সংস্থাগুলো ধরাশায়ী হয়ে যায়।

সম্প্রতি ভারতে আদানি গোষ্ঠীর সম্বন্ধের হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টে প্রয়োজনের থেকে বেশি লেভারেজের ব্যাপারেও প্রশ্ন তোলা হয়েছিল।

মি. ফেলম্যান বলছিলেন, এর ফলে একটি দেশের অর্থনীতির ওপরে বড়ধরনের ক্ষতি হয়ে যায়। বেশ কিছু এশীয় দেশে আমরা এটা হতে দেখেছি। যেমন ১৯৯৮ সালে ইন্দোনেশিয়ায় হয়েছিল।

অর্থনীতিবিদ নোরিয়েল রোবিনি ফেব্রুয়ারিতে এক প্রবন্ধে লিখেছেন যে ভারতে, 'জাতীয় চ্যাম্পিয়ন' এবং বৃহৎ ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক পরিবারগুলির হাতে অর্থনীতির একটা বড় অংশের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

এই নীতিতে চলার কারণে ওইসব বৃহৎ ব্যবসায়িক পরিবারগুলি নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রটিও দখল করে ফেলেছে আর তা থেকে নিজেরা লাভবান হচ্ছে, লিখেছেন মি. রোবিনি।

ভারতে যেভাবে 'জাতীয় চ্যাম্পিয়ন' সংস্থাগুলিকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার নীতি নেওয়া হয়েছে, ১৯৯০ এর দশকে চীন, ইন্দোনেশিয়া আর দক্ষিণ কোরিয়াও একই নীতি নিয়েছিল।

এই ধরণের সংস্থাগুলি কোনও পরিবার দ্বারা পরিচালিত বিশালাকার ব্যবসায়িক গোষ্ঠীই হয়ে থাকে। যেমন স্মার্টফোন প্রস্তুতকারক সংস্থা স্যামসাং একটি পরিবার দ্বারা পরিচালিত গোষ্ঠী।

ভিরাল আচারিয়া বলছেন, ভারতের মতো ওইসব দেশগুলি বড় সংস্থাগুলিকে রক্ষা করার জন্য বড় মাত্রায় শুল্ক চাপানোর পথে হাঁটে নি।

আবার অন্যদিকে ভারত দেশীয় সংস্থা আর বড় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলিকে বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করতে রক্ষণশীল নীতি আরও বেশি করে চালু করছে।

আর এইসব নীতির ফলেই বিশ্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে ভারতের উঠে আসার প্রচেষ্টার ওপরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

মি. আচারিয়া আর মি. রোবিনি দুজনেই বলছেন যে ভারত যদি বিশ্ব বাজারে বড় প্রতিযোগী দেশ হয়ে উঠতে চায়, তাহলে তাদের শুল্ক কমাতে হবে আর 'চায়না প্লাস ওয়ান' বাণিজ্য প্রবণতার সুবিধা নিতে হবে।

চায়না প্লাস ওয়ান নীতিতে বৃহৎ সংস্থাগুলি তাদের উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ ভারত আর ভিয়েতনামের মতো দেশে সরিয়ে নিতে চায়।

ভিরাল আচারিয়ার মতে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনসেন্ট্রেশন' এর প্রভাব দেশীয় অর্থনীতির ওপরে পড়ার সম্ভাবনা আছে। বাজারে 'বিগ ফাইভ' সংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান শক্তি কোর ইনফ্লেশান রেট এর হার চড়িয়েই রাখবে।

মি. আচারিয়া তার গবেষণাপত্রে লিখেছেন, যদিও এ নিয়ে বিস্তারিত গবেষণার সুযোগ আছে, তবে এটা তো দেখাই যাচ্ছে যে বাজারে নিজের শক্তি দেখিয়ে কম বিনিয়োগ করে বেশি লাভ ঘরে তোলার প্রবণতার মধ্যে একটা আন্তঃসম্পর্ক তো আছেই।

তিনি এও বলছেন যে ভারতের বৃহৎ সংস্থাগুলির কাছে দাম নির্ধারণের বিশাল ক্ষমতা রয়েছে। এর ফলেই তারা নিজের নিজের শিল্পক্ষেত্রে অন্যান্য সংস্থার থেকে অনেক বেশি লাভবান হয়।

দাম নির্ধারণের ক্ষমতা প্রয়োগ করে বড় সংস্থাগুলি দীর্ঘ সময় ধরে তাদের উৎপাদিত পণ্য আর পরিষেবার মূল্য কম করে রাখতে পারে, যার ফলে প্রতিযোগী সংস্থাগুলির বাজারে টিঁকে থাকা কঠিন হয়ে যায়।

তবে অন্য কয়েকজন অর্থনীতিবিদ বিবিসিকে ওই আন্তঃসম্পর্কের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

মি. ফেলম্যান বলছেন, পাঁচটি বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠী যদি নতুন কোনও শিল্পে প্রবেশ করে, তাহলে তারা নিসন্দেহে আরও বড় হয়ে উঠবে। কিন্তু সেইসব ক্ষেত্রে আগে থেকেই যেসব প্রতিযোগী সংস্থা আছে, তারাও বড় হওয়ার সুযোগ পাবে, আর তার ফলে পণ্য বা পরিষেবার দাম কমবে। উদাহরণ হিসাবে তিনি বলছিলেন রিলায়েন্স গোষ্ঠীর সংস্থা জিওর টেলিকম ক্ষেত্রে প্রবেশের কথা। তারা ওই ক্ষেত্রে প্রবেশ করতেই অন্যান্য সংস্থাও কিন্তু পরিষেবার দাম অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিল।

ব্যাঙ্ক অফ বড়োদার মুখ্য অর্থনীতিবিদ মদন সবনউইশ আবার মনে করেন এই তত্ত্বের 'স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।'

তার কথায়, 'বিমান চলাচল সেক্টরের দিকে তাকালে দেখা যাবে ওই পাঁচটি বড় গোষ্ঠীর প্রায় কোনোটিই এই সেক্টরে ব্যবসা করে না। সেখানে কিন্তু অনেক ছোট সংস্থারই আধিপত্য রয়েছে। তবুও বিমান ভাড়া কিন্তু বেড়েই চলেছে।

তিনি বলছিলেন, যে সব শিল্প ক্ষেত্র 'কোর ইনফ্লেশান' বাড়িয়ে দেয়, এই পাঁচটি বৃহৎ সংস্থার উপস্থিতি সেইসব ক্ষেত্রে নেই, যেমন, বিনোদন শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ওই সংস্থাগুলির ব্যবসা নেই।

সাময়িকী

সামনে ঘোর বিপদ, পুতিন বাইডেনকে এখনই বসতে হবে

ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত সম্পদের খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়া ও পশ্চিম (যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো) উভয় শিবির থেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক, সাঁজোয়া যান, যুদ্ধজাহাজ ও মানবসম্পদ মোতায়েন করা হচ্ছে। প্রত্যেকেই প্রতিপক্ষকে পিছু হটানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছে। উভয় শিবিরেই অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা যাচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত ইউরোপকে বিধ্বস্ত করে ফেলতে পারে, এমন পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি একটি শিবির

স্টিফেন ব্রায়েন
কলামিস্ট

থেকেই আসছে, সেটি হলো রাশিয়া। এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) কঠোর নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে রাশিয়া। সোভিয়েত জমানায় তৎকালীন সরকার তাদের সম্পদের বড় অংশ সমরাস্ত্রে রূপান্তর করে যে বিশাল মজুত গড়েছিল, সেই মজুত ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে। এবং দ্রুততার সঙ্গে তা শেষ হয়ে আসছে। এর পাশাপাশি কিছু অত্যাধুনিক অস্ত্রও রাশিয়া প্রয়োগ করছে। তবে এসব অস্ত্রের মধ্যে এমন কিছু অস্ত্র আছে, যা রাশিয়ার লক্ষ্যপূরণের মতো পর্যাপ্ত সক্ষমতা রাখে না। ইউক্রেন একটি পারমাণবিক যুদ্ধের মূল্য হতে পারে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যা করতে পারে কিংবা ইউক্রেন যা সত্যিই করছে, তাতে ভয় পেয়ে যদি মস্কোর ঘুঁটি চালানোর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে তা ইউরোপের জন্য অনেক বড় বিপর্যয় বয়ে আনবে এ কারণে রাশিয়া তার ঘুঁটির চাল পাল্টে ফেলেছে। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সম্প্রতি বেলারুশে পারমাণবিক ওয়ারহেডযুক্ত ইসকান্দের ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের ঘোষণা দিয়েছেন, যা চূড়ান্ত সংঘাতের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। ইসকান্দের একটি স্বল্পপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, যা ওয়ারশ, কিয়েভসহ পোল্যান্ড, ইউক্রেনের প্রধান প্রধান অংশে আঘাত হানতে সক্ষম। রাশিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এ ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন পারমাণবিক অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তির শর্তকে লঙ্ঘন করে না, যদিও ২০১৯ সালেই রাশিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্টারমিডিয়েট রেঞ্জ নিউক্লিয়ার উইপনস (আইএনএফ) চুক্তি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং তার পরপর যুক্তরাষ্ট্রও একই কাজ করেছিল। রাশিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ইউক্রেনের মূল রণক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য ইউরেনিয়াম বিস্ফোরককে সজ্জিত চ্যালেঞ্জার ২ নামের ট্যাংক পাঠানোর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে বেলারুশে তারা এই পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি কোনো যৌক্তিক সাদৃশ্যপূর্ণ পন্থা নয় এবং কয়েক মাসের মধ্যে ইউক্রেনে মার্কিন অ্যাব্রাম ট্যাংকও (অবশ্য সেই ট্যাংকে ইউরেনিয়াম বিস্ফোরক নেই) দেখা যাবে। রাশিয়ার অস্ত্রের মজুত ফুরিয়ে আসা তার অস্ত্র ব্যবহারের ধরন বদলের একটি কারণ হলেও আসল কারণ হলো, ইউক্রেনে ন্যাটোর সেনা পাঠানোর সম্ভাব্যতা। পোল্যান্ড ইতিমধ্যে তার সেনাবাহিনীর আকার দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা তৈরি করছে। ফ্রান্সে নিযুক্ত পোল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত সম্প্রতি বলেছেন, মিত্রদেশ ইউক্রেনের সেনাবাহিনী নড়বড়ে হয়ে পড়লে পোল্যান্ডের সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে 'বাধ্য হবে'। পুতিনের কাছে পোল্যান্ডের স্থলসেনা সজ্জিত করার অর্থ হলো, ন্যাটো বাহিনী এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর তার মানে হলো, ন্যাটো তার সমরাস্ত্র, বিশেষ করে বিমানশক্তি ও কৌশলগত বোমারু বিমান ব্যবহার করবে। অনুমানের ভিত্তিতেই হোক আর বাস্তবতার নিরিখে, ন্যাটোর সম্ভাব্য সচল হওয়ার বিষয়টিই রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের আসল কারণ। রাশিয়া অনেক দিন থেকে বলে আসছে, পোল্যান্ড ও রোমানিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র যে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধক ব্যবস্থা স্থাপন করেছে, তা শুধুই আকাশসীমা পাহারা দেওয়ার জন্য নয়। পুতিন ও তাঁর জেনারেলেরা বলে আসছেন, যুক্তরাষ্ট্রের পাতানো এজিস অ্যাশোর ব্যালিস্টিক মিসাইল সিস্টেমে এম ৪১ নামের যে লঞ্চার আছে, তা দিয়ে শুধু অনুপ্রবেশকারী রকেট ধ্বংস করা যায় তা নয়, বরং এই ব্যবস্থা ব্যবহার করে বিজিএম ১০৯জি টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রও ছোড়া সম্ভব।

জানা অজানা

পদাবলী কীর্তনের ধারা বদলে যাচ্ছে

সুনীল কুমার দে

পদাবলী কীর্তন বহু প্রাচীন ধর্মীয় গানের অনুষ্ঠান,পদাবলী কোনো সাংস্কৃতিক কার্য্যক্রম ও মনোরঞ্জনের সাধন নয়।বৈষ্ণব সাহিত্যে পদাবলীর স্থান অনেক উপরে।পদাবলীর ভাব,ভক্তি,অর্থ,সুর,তাল,লয়,কথা, ভাষা খুবই সুন্দর,মধুর ও আকর্ষণীয়।আজকাল পুরানো পদাবলী বিশেষ আর শুনতে পাওয়া যায় না।আজকাল পদাবলী কীর্তনেও আধুনিকতা ঢুকে গেছে।আগে পদাবলীতে কথা কম,গান বেশি থাকতো কিন্তু আজকল গান কম ,কথা বেশি।ভাষণ ও উপদেশ বেশি।আজকাল পদাবলীর কীর্তনীয়ারা পদাবলী তে রবীন্দ্র সংগীত,নজরুল গীতি,দ্বিজেন্দ্র গীতি ও হিন্দি ভজন গাইতে শুরু করে দিয়েছেন।কেউ কেউ আবার ইংরেজি গান ও করছেন বাহাদুরী দেখানোর জন্য।বললে বলে,, আজকাল মানুষ এই সবই চায়,রঙ রঙ্গিলার যুগ তো।রং রঙ্গিলা যুগ বলে কাল পদাবলীতে সিনেমার গান ও গাইবেন।প্রতিটি গানের একটা ধারা ও মর্যাদা আছে তা কোনো অবস্থাতেই ক্ষুন্ন করা উচিত নয়।শ্রোতারা যা চায় তাই করতে হবে এটা কোনো কথা নয়।গানের মৌলিকতা কে বজায় রাখতে হবে এটাই মুল কথা।তাই পদাবলী শিল্পীদের তাঁর আমার অনুরোধ টাকার জন্য সংস্কৃতি ও ধারাকে বাজারে বিক্রয় করবেন না।আজ নয় তো কাল পুরানো জিনিষ কে আবার মানুষ গ্রহণ করবেই ,আবার মানুষ্ কে পুরানো ধারায় ফিরে আসতেই হবে কোনো উপায় নেই কেবল সময়ের অপেক্ষায় থাকুন।

রহমতের রমজানে রহমতের অধিকারী হোন

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

রমজান মাস রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস। সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, 'রাসুল (সা.) ছিলেন সব মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় দানশীল। যখন রমজান আসত, তখন হজরত জিবরাইল (আ.) প্রতি রাতেই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আসতেন, কোরআনের দারস তালিম করতেন, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রবাহিত বায়ু অপেক্ষা অধিক হারে দানখয়রাত ও ভালো কাজ করতেন।' অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'রমজান এলে রাসুল (সা.) এত বেশি দানদক্ষিণা করতেন, যেন তা প্রবাহিত বায়ু।'

আল্লাহর রহমত পেতে সৃষ্টির প্রতি রহমশীল হতে হবে। প্রিয় নবীজি (সা.) বলেন, 'তোমরা দুনিয়াবাসীর প্রতি রহম করো, আসমানওয়ালা তোমাদের প্রতি রহম করবেন।'

মহান আল্লাহর নামাবলি আত্মস্থ করার বা ধারণ করার অর্থ হলো সেগুলোর ভাব ও গুণ অর্জন করা এবং সেসব গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য নিজের কাজে, কর্মে, আচরণে প্রকাশ করা তথা নিজেকে সেসব গুণের আধার বা অধিকারী হিসেবে গড়ে তোলা

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সিফাতে জামালি বা সৃজনশীল গুণাবলির অন্যতম প্রধান সিফাত রহমত। রহমত অর্থ দয়া, মায়া, কৃপা, করুণা, অনুকম্পা, অনুগ্রহ ইত্যাদি। কোরআনহাদিসে এ শব্দের দুটি রূপ ব্যবহৃত হয়েছে, তা হলো 'রহমান' ও 'রহিম'। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'রহমান (আল্লাহ)! কোরআন শেখাবেন বলে, মানুষ সৃষ্টি করলেন।' আল্লাহ তাআলার অন্যতম প্রধান গুণ বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো রহমত। আল্লাহর গুণাবলিসমূহ দুই প্রকার জামালি ও জালালি। দয়ামায়া, স্নেহ, করুণা, সৃজন, লালন ইত্যাদি হলো সিফাতে জামালি বা ইতিবাচক সৌন্দর্যমণ্ডিত গুণাবলি। মহিমা প্রতাপ, প্রভাব প্রতিপত্তি, প্রতিকার প্রতিবিধান, ধ্বংসলীলা, শাস্তিদান ইত্যাদি হলো সিফাতে জালালি বা নেতিবাচক সৌন্দর্যমণ্ডিত গুণাবলি। রহমান অর্থ পরম করুণাময়। এ শব্দটি দুনিয়ার সব মুসলিম অমুসলিম, বাধ্য অবাধ্য, নারী পুরুষ, জীব নির্জীব সবার জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য যার দয়া বা রহমত কারও প্রতি একমুহূর্তের জন্যও বন্ধ করে দেন নাতিনি রহমান। রহিম অর্থ অতীব মেহেরবান, অতিশয় দয়ালু। যাঁরা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ ও রাসুল (সা.)কে মেনে ইসলামের অনুশাসন বা রীতিনীতি অনুসারে জীবনযাপন করেছেন, শুধু তাঁরাই মৃত্যুর পর কবর, মিজান, পুলসিরাত ও হাশরের ময়দানে আল্লাহর 'রহিম' নামক দয়া বা অনুগ্রহে ধন্য হয়ে নাজাত পেয়ে জান্নাতের যাবেন। যাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদা এমনকি সুযোগ পেলে নফলও আদায় করতে গাফিলতি করেননি। তাঁরাই হবেন এর অধিকারী।

আল্লাহ চান তাঁর বান্দা তাঁর গুণাবলি অর্জন করে সে গুণে গুণান্বিত হয়ে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি সেই গুণের প্রকাশ ঘটাক। আল্লাহ তাআলা কোরআন মজিদে বলেন, 'আল্লাহর রং! আর আল্লাহর রং অপেক্ষা চমৎকার আর কোনো রং হতে পারে?' (সুরা ২ বাকারা, আয়াত ১৩৮) যেহেতু মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি, তাই তাকে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের যোগ্য হতে হলে অবশ্যই সেসব গুণ অর্জন করতে হবে। আল্লাহর রং বা গুণ কী? তা হলো আল্লাহ তাআলার অসংখ্য গুণবাচক নাম। এ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে : নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, যারা এগুলো আত্মস্থ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি) মহান আল্লাহর নামাবলি আত্মস্থ করার বা ধারণ করার অর্থ হলো সেগুলোর ভাব ও গুণ অর্জন করা এবং সেসব গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য নিজের কাজে, কর্মে, আচরণে প্রকাশ করা তথা নিজেকে সেসব গুণের আধার বা অধিকারী হিসেবে গড়ে তোলা। আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া করবেন, আমাদেরও তাঁর সৃষ্টির প্রতি দয়া করতে হবে। কোরআন মজিদে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'দয়ার বিনিময় দয়া ছাড়া আর কী হতে পারে?'

পাঠকের চিঠি

অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স পোর্টালে সমস্যা

পৃথিবীর প্রত্যেকটি স্বীকৃত কাজের জন্য অনুমতির প্রয়োজন হয় । এ সকল অনুমোদন বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অনুমতি নেয়া হয় । আইনয়ত বা বৈধভাবে আপনার ব্যবসা পরিচালনার জন্য ট্রেড লাইসেন্স করা বাধ্যতামূলক । যদিওবা উচ্চতর অধিকারীর কাছ থেকে ট্রেড লাইসেন্স পাওয়া যায় কিন্তু সাধারণত আমরা পঞ্চায়েত ও পৌরসভা অফিস গুলো থেকেই ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করে থাকি । এখন কথা হল আমরা কে কোথা থেকে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করে থাকি সেটা বড় কথা না । ২০২১ এর শেষের দিক থেকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য এই ট্রেড লাইসেন্স অনলাইন আবেদনের পক্রিয়া চালু করে দিয়েছেন যেটি - https:wbprdgpms.in এই ওয়েব সাইটের মাধ্যমে আবেদন করা যায় । এখানে সমস্যা হলো পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স আবেদনের সুবিধা রাখলেও আবেদনকারীর হাতপা বেঁধে রেখেছেন । কারণ এ আবেদন করতে গিয়ে যখন আমরা ট্রেড লাইসেন্স এর উপযুক্ত ফি প্রদান করি সেখানে সম্পূর্ণ লাল কালিতে ইংরেজিতে লেখা থাকে Please note that, once the fees get deposited, it will not be refunded under any circumstances অর্থাৎ অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, একবার ফি জমা হয়ে গেলে, কোনো অবস্থাতেই তা ফেরত দেওয়া হবে না । এছাড়াও যখন কোনো আবেদনকারী অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স আবেদন করেন এবং ভুলবশত সেখানে কোন ভুল তথ্য প্রদান হয়ে গেলে বা ক্যাটাগরি চয়ন করতে ভুল হলে আবেদনকারী সার্টিফিকেটের কোন প্রকারের কারেকশন করতে পারবেন না । বর্তমানে ওয়েবসাইটের মধ্যে শুধুমাত্র নতুন সার্টিফিকেট বানানো আর রিনুয়াল করা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওয়েবসাইটের মধ্যে অন্য কোনো রকমে সুবিধা রাখেননি । এর মানে কোন আবেদনকারীর আবেদনে কোন প্রকারের ভুল হলে সেটিকে সংশোধন করার কোন জায়গা নেই বা সেটিকে ডিলিট করে দেওয়ারও কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি । এখানে একটাই উপায় যে আবেদনকারীকে সঠিক ট্রেড সার্টিফিকেট পেতে আবার নতুন একটা সার্টিফিকেট আবেদন করতে হবে ও সেটির জন্যও আবার উপযুক্ত ফি প্রদান করতে হবে । এছাড়াও অনেক সময় টেকনিক্যাল সমস্যার কারণবশত আবেদনের ফি কেটে নেওয়ার পরেও অনলাইন সার্টিফিকেটটা জেনারেট হয় না, ও আবেদনকারীকে আবার নতুন সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করতে হয় । এছাড়া অনেক সময় দেখা যায় টেকনিক্যালি সমস্যার কারণে জেনারেট না হওয়া সার্টিফিকেটটি পরে জেনারেট হয়ে যায় ও দেখা যায় একই ব্যাক্তির একাধিক সার্টিফিকেট হয়ে গেছে । তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে অনুরোধ আবেদনের জন্য জমা করা ফি ফেরত না দিলেও দয়া করে অনলাইন ট্রেড সার্টিফিকেট সংশোধন করার ও এক ব্যক্তির একাধিক সার্টিফিকেট আবেদন হয়ে থাকলে সেটিকে ডিলিট করার প্রক্রিয়া অতিসত্বর চালু করা হোক ।

মহম্মদ ওয়াশিম, কাজীপাড়া, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK জাতীয় খবর খবর সংসার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

এ বছরের বার্ষিক উৎসব সহ রামকৃষ্ণ জয়ন্তী খুবই সুন্দর ভাবে হয়েছে ঃ হীরালাল দে

পোটকা ঃ ২ ই এপ্রিলে সকাল ৯ টায় শ্রীশ্রী যোগেশ্বরী আনন্দময়ী সেবা প্রতিষ্ঠান মাতাজী আশ্রম হাতায় আশ্রমের ট্রাস্টি,কমিটি ও ভক্তদের মধ্যে একটি জরুরি বৈঠক করা হলো যে বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেন আশ্রমের প্রবীণ ট্রাস্টি হীরালাল দে।বৈঠকের পূর্বে আশ্রমের সেক্রেটারি রাজকুমার সাহু সবাই কে স্বাগত জানিয়ে বৈঠক ডাকার কারণ জানালেন।হীরালাল দে বললেন,,এ বছরের বার্ষিক উৎসব ও রামকৃষ্ণ জয়ন্তী খুব সুন্দর হয়েছে।কার্য্যক্রম,ভক্ত সমাগম ও ভক্ত সেবা খুব ভালো ভাবে হয়েছে।বৈঠকে ২০২২-২০২৩ সালের বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করা হলো যা বৈঠকে সর্ব সম্মতি তে পাশ করা হলো।বৈঠকে আশ্রমের বিকাশ ও সমস্যা নিয়েও আলোচনা করা হলো।বৈঠকের শেষে কৃষ্ণ পদ মণ্ডল সবাই কে ধন্যবাদ জানালেন।বৈঠক টিকে সঞ্চালন করলেন সুনীল কুমার দে।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজকুমার সাহু,কৃষ্ণ পদ মণ্ডল,সুনীল কুমার দে,কমল কান্তি ঘোষ,মোহিতোষ মণ্ডল,সহদেব মণ্ডল,বিমল কৃষ্ণ মণ্ডল,ভবতারন মণ্ডল,বিশ্বামিত্র খন্দায়েত,সুবোধ চন্দ্র মণ্ডল,বলরাম গোপ,মধু সুদন ভট্টাচার্য্য,সুধাংশু শেখর মিশ্র,লোচনা মণ্ডল প্রমুখ।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ কংগ্রেস বিধায়ক ডক্টর আসিফ নাজার

বিধায়কের বিরুদ্ধে দলীয় অনুশাসন ভঙ্গের অভিযোগ এনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া বলে ঘোষণা সভাপতি ভূপেন বরার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ কংগ্রেসের বিধায়ক হওয়ার পরও মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশংসায় উপচে দিয়েছেন তিনি। বিধায়ক ডক্টর আসিফ নাজার বলেছেন ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কংগ্রেসে থাকলে দলটি বহু উপরে যেতে পারতো। তবে কংগ্রেস বিধায়কের এই বক্তব্যের পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন এই বিধায়কের বিরুদ্ধে কঠোর অনুশাসন মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এভাবে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করে বিধায়ক আসিফ নাজার দলের অনুশাসন ভঙ্গ করেছেন বলে মন্তব্য করছেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। রাজ্যের লাহোরীঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডক্টর আসিফ নাজার। তিনি একজন কংগ্রেস বিধায়ক। তবে তার মন্তব্যে তাকে বিজেপির অন্যতম বিধায়ক বলে অনেকের ভুল হয়ে যেতে পারে। কারণ তিনি মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার একজন অন্যতম অনুরাগী হয়ে উঠেছেন। তার বক্তব্য অনুযায়ী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যদি আজ কংগ্রেসে থাকতেন তাহলে এই দলটির ব্যাপক উন্নতি হতো। কংগ্রেস বিধায়ক ডক্টর আসিফ নাজার বলেন ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একজন নিষ্ঠাবান কর্মী এবং বুদ্ধিজীবী। মুখ্যমন্ত্রীর কর্মতৎপরতা সর্বজন প্রসিদ্ধ। প্রত্যেকেই মুখ্যমন্ত্রীর কর্ম সক্রিয়তার অনুরাগী। প্রচার মাধ্যমে অহরহ মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিষয়ে নানা তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তার নিজস্ব সুসম্পর্ক রয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন লাহোরীঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস বিধায়ক ডক্টর আসিফ নাজার।

তবে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রশংসা প্রসঙ্গে করা বিধায়ক ডক্টর আসিফ নাজারের মন্তব্যের পর ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন রাজ্যে কংগ্রেসের ৩৩ লক্ষ সদস্য রয়েছেন। এভাবে একাংশের মন্তব্যের ফলে কংগ্রেসের ৩৩ লক্ষ সদস্যের মনে আঘাত দেওয়া হচ্ছে। বিধায়ক ডক্টর আসিফ নাজার এই ধরনের মন্তব্য করে দলীয় অনুশাসন ভঙ্গ করেছেন। ফলে তার বিরুদ্ধে অতি শীঘ্রই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন যে সময়ে কংগ্রেস সারা রাজ্যে জুড়ে প্রতিটি জেলায় প্রায় ৩৫ টি সাংবাদিক সম্মেলন করেছে, ঠিক এই সময়ে এভাবে দল বিরোধী স্থিতি নেওয়া সহ্য করা হবে না। অতি শীঘ্রই লাহরিঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ নিজের আয়ত্তে আনবে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। তাছাড়া দলীয়ভাবে বিধায়ক ডক্টর আসিফ নাজারের বিরুদ্ধে প্রদেশ কংগ্রেস কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেন একজন নিষ্ঠাবান কংগ্রেস কর্মী কোনদিনও এভাবে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রশংসা করতে পারেন না। যে মুখ্যমন্ত্রী রাহুল গান্ধীর পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে অপমান মূলক মন্তব্য করেছেন, রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে বিধানসভায় মন্তব্য করেছেন সেই মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে কোনো কংগ্রেস কর্মী থাকতে পারেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় দলের একাংশ বিধায়ক ইতিমধ্যে কংগ্রেসকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছেন। তাছাড়া বিধায়ক ডক্টর আসিফ নাজার এর আগেও দলের অনুশাসন ভঙ্গ করেছেন। তবে এবার প্রত্যেকের ধৈর্য শক্তি, সহ্য শক্তি ছিঁড়ে গেছে। একাংশ দলের বিশ্বাসঘাতকের জন্য কংগ্রেস বিভিন্ন সময়ে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। কিন্তু এবার এসব আর মেনে নেওয়া যাবে না। বিধায়ক আসিফ নজরের বিরুদ্ধে দল অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ নেবে বলে ঘোষণা করেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা।

আসন্ন বিহুতে রাজ্যের ৬০ লক্ষ পরিবারকে একটি করে হস্তুতাতের অসমীয়া গামছা কেনার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

মহানগরের খানাপাড়ায় সোনালী রেশম উদ্যান এবং বাণিজ্য কেন্দ্রর শুভ উদ্বোধন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসমে সম্পূর্ণভাবে মেশিন নির্মিত গামছা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। মূলত রাজ্যের হস্তুতাতের অসমীয়া গামছার প্রসার এবং সিপিনিদের স্বার্থে সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এবার আগামী বিহু উৎসবের প্রতি লক্ষ্য রেখে রাজ্যের ৬০ লক্ষ পরিবারকে একটি করে হস্তুতাতের অসমীয়া গামছা কেনার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এর মাধ্যমে হস্তুতাতের অসমীয়া গামছা প্রস্তুতকারী সিপিনিরা অনুপ্রাণিত হবেন। তাছাড়া রাজ্যের অর্থনীতিও এক্ষেত্রে লাবান্বিত হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত শনিবার গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়ায় সোনালী রেশম উদ্যান এবং বাণিজ্য কেন্দ্রর আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। নিজের ভাষনে তিনি বলেন মেশিন নির্মিত অসমীয়া গামছা রাজ্যে ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে এবার হস্তুতাতের অসমীয়া গামছার প্রসার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিচ্ছে অসম সরকার। তবে শুধুমাত্র গামছা নয় হস্তুতাতের নির্মিত মেখলা, চাদরের ক্ষেত্রেও সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গত বছর এই গামছার জি আই ট্যাগ পেয়েছে অসম। সিপিনিদের কঠোর পরিশ্রমে নির্মিত অসমীয়া গামছার ব্যাপক প্রসার এবং প্রচার অনিবার্য বলে উল্লেখ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন রাজ্যের ৩ কোটি মানুষের অসমীয়া গামছার ব্যবহারের ফলে সিপিনিরা উপকৃত হবেন। অন্ততপক্ষে রাজ্যের ৬০ লক্ষ পরিবার যদি একটি করে হস্তুতাতের অসমীয়া গামছা কেনে তাহলে ৬০ লক্ষ গামছা বিক্রি হবে। এক্ষেত্রে লাবান্বিত হবেন সিপিনিরা। ফলে অসমীয়া ছাড়াও বাঙালি, হিন্দি ভাষীদেরও বিহু উপলক্ষে একটি করে হস্তুতাতের গামছা কেনার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন হস্তুতাতের অসমীয়া গামছার ব্যবহারের মাধ্যমে রাজ্যের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাছাড়া মেসিন নির্মিত গামছা ব্যবহার না করার আহ্বান জানিয়ে তিনি এই ধরনের গামছা দেখলেই পুলিশ প্রশাসনে অভিযোগ দেওয়ার জন্য সাধারণ জনতাকে আহ্বান জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন একসময় ছিল যখন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীকেই মেশিনে নির্মিত গামছা পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হতো। ফলে এবার এক্ষেত্রে সজাগতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাধারণ মানুষ পাশে এসে দাঁড়াবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন অসমীয়া গামছার ক্ষেত্রে জিআই ট্যাগ পাওয়ার পর রাজ্য সরকার গ্রহণ করা একাধিক পদক্ষেপের মাধ্যমে হস্তুতাত শিল্পের সঙ্গে জড়িত উদ্যোগীদের মধ্যে এক উৎসবমুখর পরিবেশে সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য সরকার শুরু করা স্বনির্ভর নারী প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বার সিপিনিরা উৎপাদন করা গামছা উচিত দামে ক্রয় করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিক্রি করার মাধ্যম হিসেবে আর্থফেডকে গড়ে তোলা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ইতিমধ্যে রাজ্যের সিপিনিদের থেকে আর্টফ্যাড দেড় লক্ষ গামছা ক্রয় করেছে। তিনি বলেন হস্তুতাত, বস্ত্র এবং রেশম বিভাগের এই পদক্ষেপের জন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সিপিনিদের থেকে গামছা কিনে প্রাপ্য মূল্য দিতে বাধ্য হয়েছে। স্বনির্ভর প্রকল্পটির ব্যাপক প্রচার করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিভাগের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন আন্তর্জাতিক বাজারে স্থান লাভ করার জন্য মুগা এরি ইত্যাদি সুতার মাধ্যমে নির্মিত বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুত করার প্রযোজেনীতা রয়েছে। যখন পর্যন্ত এই ধরনের সুতার মাধ্যমে নানা সামগ্রী উৎপাদন করা যাবে না ততদিন রাজ্যের সিপিনিরা উপযুক্ত বাজার পাওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়ে থাকবেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন দেশের বাইরে মুগার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে। ফলে দেশের বস্ত্র উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত ডিজাইনেরদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই ধরনের সুতায় প্রস্তুত করা বিভিন্ন সামগ্রীর মডেল বানিয়ে রাজ্যের সিপিনিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য বিভাগের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত এদিন উদ্বোধন করা বাণিজ্য কেন্দ্রে রেশম থেকে উৎপাদিত সামগ্রী কৃষকদের জন্য সহজলভ্য করা হবে। তাছাড়া রেশমে উৎপাদিত সিপিনিরাদের প্রস্তুত করা বস্ত্র এই কেন্দ্রে উচিত মূল্যে বিক্রি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিভাগীয় মন্ত্রী ইউ জি ব্রহ্ম, সচিব দিলীপ কুমার বরা, ডাইরেক্টর কাজোরি রাজখোয়া, আর্টফ্যাডের সভাপতি নাথুরাম বড়ো সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

অসমীয়া বিজেপি বার্তার এপ্রিল মাসের সংস্করণ উন্মোচন

রাজ্য বিজেপির দক্ষতা বিকাশ সেল এর কার্যনির্বাহক সভা অনুষ্ঠিত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রতি মাসে প্রকাশ করে চলেছে দলের মাসিক মুখপত্র অসমীয়া বিজেপি বার্তা। এই ধারা অব্যাহত রেখে সভাপতি ভবেশ কলিতার উপস্থিতিতে অসমীয়া বিজেপি বার্তার এপ্রিল মাসের সংস্করণের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেছেন খুমটাই বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় বিধায়ক মৃণাল শইকিয়া। তাছাড়া রাজ্য বিজেপির দক্ষতা বিকাশ সেল এর কার্যনির্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গুয়াহাটি মহানগরের বৈশিষ্ট স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখো কার্যালয় অটল বিহারি বাজপেয়ি ভবনে শনিবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে অসমীয়া বিজেপি বার্তার এপ্রিল মাসের সংস্করণের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করে বিধায়ক মৃণাল শইকিয়া বলেন এই মাসিক সংস্করণ ভারতীয় জনতা পার্টির কর্ম এবং চিন্তা চেতনার দস্তাবেজ। এই ম্যাগাজিনের মাধ্যমে শুধুমাত্র দলের কর্মকর্তাই নয় বরং সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা বলেন এই ম্যাগাজিনের মাধ্যমে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের প্রকল্প গুলোর ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরে সাধারণ জনতার মধ্যে আলোকপাত করে হচ্ছে। অসমীয়া বিজেপি বার্তার পূর্বের সংস্করণ গুলোর মতোই এপ্রিল মাসের সংস্করণটির মাধ্যমে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। এই অনুষ্ঠানে দলের কার্যালয় সম্পাদক সুশান্ত বিশ্বাস, প্রাক্তন বিধায়ক মিশন রঞ্জন দাস, দলীয় নেতা বিজয় কুমার গুপ্তা, মনোজ বড়ুয়া, বিজেপি বার্তার সম্পাদক জিতেন শর্মা সহ দলের বহু নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে এই অনুষ্ঠানের পরেই সভাপতি ভবেশ কলিতা, সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফনিন্দ্রনাথ শর্মার উপস্থিতিতে রাজ্য বিজেপির দক্ষতা বিকাশ সেল এর কার্যনির্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দক্ষতা বিকাশ সেল এর ৩৯ টি জেলা আহ্বায়ক এবং সহ আহ্বায়ক অংশগ্রহণ করা এই কার্যনির্বাহক সভায় ভবিষ্যতের কর্মপন্থার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সভায় উদ্যমী যুবক প্রহ্লাদ লস্কর, যুবতী লক্ষী মাই ডেকা এবং প্রণামি দাসকে উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য রাজ্য বিজেপির দক্ষতা বিকাশ সেলের তরফ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে দক্ষতা বিকাশ সেল এর আহ্বায়ক সমর ডেকা, সহ আহ্বায়ক অলকা পাটোয়ারী, নবজ্যোতি ডেকা, অসম খাদি এবং গ্রামোদ্যোগ নিগমের উপাধ্যক্ষ হরেন দেউরি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসক্লাব সেরায়কেলা খারসানার নির্বাচন সম্পন্ন

সভাপতি মনমোহন, মহাসচিব রমজান এবং কোষাধ্যক্ষ সঞ্জীব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ সেরায়কেলা খারসানার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সহ জেলা প্রশাসকের নির্দেশে, প্রেসক্লাব সেরায়কেলা খারসানার নির্বাচন সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে সভাপতি মনমোহন সিং রাজপুত, মহাসচিব রমজান আনসারি এবং কোষাধ্যক্ষ সঞ্জীব মেহতাকে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করা হয়। অঞ্চল নিরীক্ষক ও জেলা তথ্য অফিসারের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
নবনির্বাচিত সভাপতি মনমোহন সিং রাজপুত বলেন যে সংগঠনটি সর্বোপরি এবং আমরা সকলেই সংগঠন। তিনি বলেন, প্রত্যেক সদস্যই এই প্রেসক্লাবের সভাপতি। সকল সদস্যদের সুখেদুঃখে পাশে থাকা আমার ও সংগঠনের অগ্রাধিকার। নবনির্বাচিত মহাসচিব রমজান আনসারী বলেন, প্রেসক্লাবের সদস্যরা তাদের অর্পিত দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সাথে পালন করার চেষ্টা করবেন। নবনির্বাচিত কোষাধ্যক্ষ সঞ্জীব মেহতা বলেন, সংগঠনে শক্তি আছে এবং সদস্যদের সহযোগিতায় যে কোনো সংগঠন সুষ্ঠুভাবে চলে। প্রেসক্লাবের নির্বাচন ইনচার্জ সহ প্রধান সন্তোষ সোনা বলেন, বর্তমান সময়ের সাংবাদিকতা চ্যালেঞ্জিং ও ঝুঁকিপূর্ণ। এজন্য সংগঠন প্রযোজন। যতদিন আমরা সংগঠিত না হব ততদিন ঝামেলা থাকবে। নির্বাচন শেষে প্রেসক্লাব থেকে বিজয় মিছিল বের করা হয়। বিজয় মিছিলটি সুচনা ভবন কমপ্লেক্স থেকে শুরু হয়ে সেরাইকেলা, কান্দ্রা, গামহারিয়া হয়ে আদিত্যপুরে পৌঁছায়। এ সময় নবনির্বাচিত সদস্যদের বিভিন্ন স্থানে জনপ্রতিনিধি ও জনগণ স্বাগত জানান।

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে বাছাইয়ে পাঠিয়ে বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা

নেদারল্যান্ডস (ওয়েবডেস্ক) ঃ শ্রীলঙ্কার মতো সরাসরি বিশ্বকাপ খেলার আশা শেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজেরও। আজ নেদারল্যান্ডসকে ১৪৬ রানে হারিয়ে আইসিসি ওয়ানডে সুপার লিগ পয়েন্ট তালিকায় অষ্টম স্থানে উঠে এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সুপার লিগে তাদের টপকানোর সুযোগ আছে শুধু আয়ারল্যান্ডের। আগামী মাসে ইংল্যান্ডের মাটিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ওয়ানডে সিরিজ খেলবে আইরিশরা। বাংলাদেশ অন্তত একটি ম্যাচ জিতলেই বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নেবে দক্ষিণ আফ্রিকা।
বাংলাদেশ ও আয়োজক ভারতসহ ৭টি দল আগেই সরাসরি বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত করেছে। শ্রীলঙ্কা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে জুনে জিম্বাবুয়েতে অনুষ্ঠিত বাছাইপর্বে খেলতে হবে। ১০ দলের বাছাইপর্ব থেকে দুই দল জায়গা করবে অক্টোবর-নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপে।
আগেই সুপার লিগের সব ম্যাচ খেলে ফেলা ওয়েস্ট ইন্ডিজের মোট পয়েন্ট ৮৮। আজ জোহানেসবার্গে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলার আগে দক্ষিণ আফ্রিকার পয়েন্টও ছিল একই।
ক্যারিবীয়দের টপকে যেতে জয়ের বিকল্প ছিল না প্রোটিয়াদের। তার ওপর ম্যাচটা ছিল ‘স্তন ক্যানসার সচেতনতা’র পিঙ্ক ডে ওয়ানডে।

হাফহাতা জামা পরায় পিকেকে যে শাস্তি দিয়েছিলেন গার্দিওলা

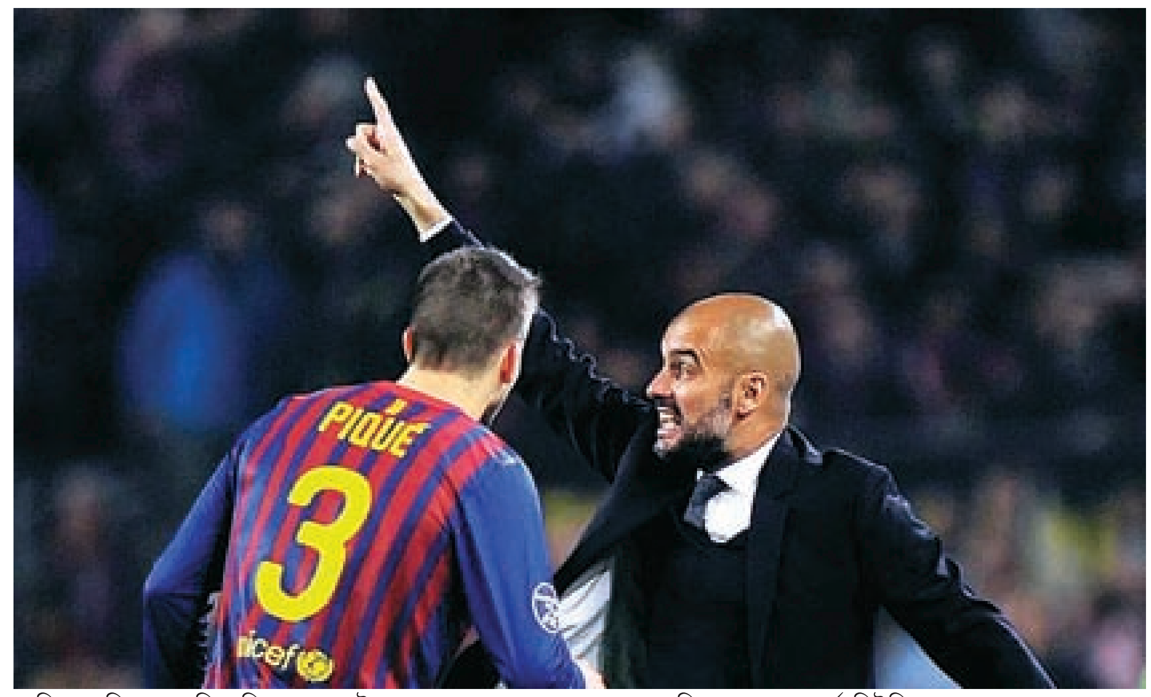

প্যারিসঃ পেপ গার্দিওলার ওই বার্সেলোনা কি জেতেনি! ২০০৮ থেকে ২০১২-এই ৪ মৌসুমে বার্সেলোনাকে সম্ভাব্য সব শিরোপাই জিতিয়েছেন গার্দিওলা। স্প্যানিশ এই কোচ বার্সাকে দুর্দান্ত এক দলে পরিণত করেছিলেন।
শুধু মাঠে নয়, মাঠের বাইরেও ফুটবলারদের জীবনে নাক গলাতেন গার্দিওলা। একটু এদিক-সেদিক হলেই করতেন কড়া শাসন। তেমনই এক ঘটনার স্মৃতিচারণা করেছেন বার্সেলোনার সাবেক ডিফেন্ডার জেরার্ড পিকে।
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে ২০০৮ সালে বার্সায় যোগ দেন পিকে। গার্দিওলার বার্সেলোনার গুরুত্বপূর্ণ একজন ছিলেন এই স্প্যানিশ ডিফেন্ডার। গার্দিওলার অধীন স্প্যানিশ এই ডিফেন্ডার খেলেছেন ১৮৩ ম্যাচ।
এ সময়ে বার্সার হয়ে ১৩ গোল ও ৭টি গোলে সহায়তাও করেছেন পিকে। জিতেছেন দুটি চ্যাম্পিয়নস লিগ ও তিনটি লিগ শিরোপা। বার্সার এ সফল কোচ যে মাঠের বাইরেও শৃঙ্খলা ভাঙা একদমই পছন্দ করতেন না, তা আরও একবার বোঝা গেল পিকের কথায়।
শুধু হাফহাতার জামা পরতেই জরিমানা দিতে হয়েছিল পিকেকে। সেই ঘটনা মনে করে পিকে বলেছেন, ‘একবার বার্সেলোনায় বেশ ঠান্ডা পড়ছিল, কিন্তু আমি হাফহাতার একটা জামা পরি। তুষারের সঙ্গে হাফহাতার জামা পরা একটা ছবি পেপ দেখতে পায়। এ কারণে আমাকে বকাবকি করার পাশাপাশি জরিমানাও করেছিল সে। পরের ম্যাচের জন্যও আমাকে সে ডাকেনি, দলের একবেলা খাবারের বিলটাও আমাকে দিতে হয়েছিল।’
বার্সা ছাড়ার পর গার্দিওলা কোচ হন বায়ার্ন মিউনিখে। এরপর ২০১৬ সালে দায়িত্ব নেন ম্যানচেস্টার সিটির। এখনো আছেন সিটিতেই। অন্যদিকে গত বছর অবসর নেওয়ার আগে বার্সার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি পিকের। সব মিলিয়ে বার্সার হয়ে ৬১৬ ম্যাচ খেলেছেন পিকে।

সাত বছর পর প্রিমিয়ার হকিতে ঊষার ফেরা

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) ঃ শেষ বাঁশি বাজতেই হকির নীল টার্ফজুড়ে উল্লাস শুরু করে দিলেন খেলোয়াড়েরা। কেউ একজন ডাগআউট থেকে নিয়ে এলেন ঊষা ক্রীড়াচক্রের পতাকা। ভারতীয় ফরোয়ার্ড ইশরাত ইখতিদারকে কাঁধে তুলে টার্ফের ওপর নাচতে লাগলেন খেলোয়াড়েরা। মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে আজ প্রথম বিভাগ হকি লিগে ঊষা ক্রীড়াচক্র ৭-১ গোলে হারিয়েছে হকি ঢাকা ইউনাইটেডকে। এ জয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই প্রথম বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হলো ঊষা ক্রীড়াচক্র। প্রথম বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে আগামী মৌসুমের প্রিমিয়ার লিগে খেলাও নিশ্চিত করেছে পুরান ঢাকার এই দলটি। ৯ খেলায় ২৭ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলে সবার ওপরেই রইল ঊষা। ৮ খেলায় ১৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে হকি ঢাকা ইউনাইটেড। লিগে ঊষার বাকি রয়েছে আর একটি ম্যাচ। হকি ঢাকা ইউনাইটেডের বাকি রয়েছে আরও দুটি ম্যাচ। এই দুটি ম্যাচে জিতলেও ঊষাকে ধরা সম্ভব না হকি ইউনাইটেডের। ১৯৮৪ সালে দ্বিতীয় বিভাগ থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রথম বিভাগে ওঠে ঊষা ক্রীড়াচক্র। এরপর ১৯৯৪ সাল থেকে প্রিমিয়ার হকি শুরু হলে কখনোই প্রিমিয়ার লিগ থেকে অবনমিত হয়নি ঐতিহ্যবাহী এই হকি ক্লাবটি। নব্বইয়ের দশক থেকে তো হকির বড় শক্তিই হয়ে উঠেছিল তারা। কিন্তু ২০১৭-১৮ মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে না খেলায় ঊষাকে প্রথম বিভাগে নামিয়ে দেওয়া হয় ২০১৮ সালে। ঊষা ক্রীড়া চক্র সর্বশেষ প্রিমিয়ারে লিগে অংশ নিয়েছিল ২০১৬ সালে। প্রিমিয়ার লিগে চারবারের চ্যাম্পিয়নরা ২০১৮ লিগের অংশ নেয়নি ফেডারেশনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে। ফেডারেশনের কাছে ওই সময় দলটির কর্মকর্তারা আবেদন করেছিলেন দলবদলের সময় বাড়ানোর জন্য। কিন্তু সেই আবেদনে সাড়া না দিয়ে নির্ধারিত সময়েই সেবার দলবদল শেষ করে ফেডারেশন। ক্ষুব্ধ ঊষা ক্রীড়াচক্র দলবদলই করেনি সেই মৌসুমে। এরপর বাইলজ অনুসারে তাদের নামিয়ে দেওয়া হয় প্রথম বিভাগে। শেষ পর্যন্ত নিয়ম অনুসারে প্রথম বিভাগে খেলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সুযোগ পেয়েছে প্রিমিয়ারে খেলার। স্টেডিয়ামে বসে আজ ম্যাচটি উপভোগ করেছেন ঊষা ক্রীড়াচক্রের সাধারণ সম্পাদক রশিদ শিকদার। হকি ফেডারেশনের সহসভাপতি রশিদ শিকদার নিজের দলকে আবারও প্রিমিয়ারে দেখতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত, ‘ঊষা ক্রীড়াচক্র হকির সৌন্দর্য। আমরা প্রিমিয়ার লিগের হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়ন। পুরান ঢাকার হকির ঐতিহ্যের নাম ঊষা। সেই দলটি এত দিন পর আজ খেলার মাধ্যমে আবারও প্রিমিয়ারে ফিরে এসেছে। আমাদের জন্য এটা একটা বড় স্বস্তি। ঊষা ফেরায় বাংলাদেশে ঘরোয়া হকিতে প্রতিযোগিতা বাড়বে।’ এবারের প্রিমিয়ার লিগের পরিকল্পনাও জানিয়ে দিলেন তিনি, ‘একই মৌসুমে দুবার দল গড়া একটু কঠিন। কিন্তু যেহেতু আমাদের একমাত্র ইভেন্ট হকি। সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি হকিকে। আগামী মৌসুমে আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে চাই লিগে।’ লিগজুড়েই আধিপত্য দেখিয়েছে ঊষা ক্রীড়াচক্র। জাতীয় দলের গোলরক্ষক অসীম গোপ, দেবাশীষ কুমার রায়, ভারতীয় তিন খেলোয়াড় ইশরাত ইখতিদার, হাসান রিজভী, ভগত সিং দিলনই মূলত অন্য দলগুলোর সঙ্গে পার্থক্য গড়ে দিয়েছেন ঊষার। আজ ঊষার ৭ গোলের মধ্যে ইশরাত একাই করেছেন ৩টি গোল পাশাপাশি করিয়েছেন আরও ২টি। আজকের ম্যাচটিকে অলিখিত ফাইনাল হিসেবেই নিয়েছিলেন ঊষার কোচ মামুনুর রশীদ, ‘আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ ছিল, এই ম্যাচ জিততেই হবে। ওরা পুরো সময় আধিপত্য দেখিয়ে খেলেছে। খেলোয়াড়দের বলেছি, এটা লিগের ম্যাচ না। নকআউট পর্বের ফাইনাল ভেবে খেলতে হবে।

বাটলারদের ঝড়ের পর চাহালের ঘূর্ণি, রাজস্থানের উড়ন্ত জয়

কলকাতা ঃ এইডেন মার্করাম ইনিংসটা যদি ভারতে এসে খেলতেন!
টুইটারে এক আইপিএল-দর্শকের আক্ষেপ এটি। আজ জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ১৭৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন মার্করাম। ডানহাতি এ প্রোটিয়া আইপিএলের দল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অধিনায়ক। মার্করাম এমন দিনে ব্যাট হাতে রানের ফোয়ারা ছুটিয়েছেন, যে দিন তাঁর দল হায়দরাবাদ এক শ রান তুলতেই হাঁসফাঁস করেছে। রাজস্থানের ২০৩ রান তাড়া করতে নেমে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক ভুবনেশ্বর কুমারের দল আটকে গেছে ১৩১ রানে। হায়দরাবাদকে উড়িয়ে দিয়ে রাজস্থানের টুর্নামেন্ট শুরু হলো ৭২ রানের বড় জয় দিয়ে।
নিজেদের মাটিতে রাজস্থানের বিপক্ষে এই প্রথম হারল হায়দরাবাদ। এর আগে তিন বার মুখোমুখি হয়ে সব কটিতে জিতেছিল তারা।
দিল্লি ক্যাপিটালসের ডাগআউটে পন্তের জার্সি রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের ম্যাচটিতে রান তাড়ায় একবারও জয়ের সম্ভাবনা জাগাতে পারেনি হায়দরাবাদ। ওভার প্রতি দশের বেশি রান তোলার লক্ষ্য নিয়ে নেমে শুরুতেই ট্রেন্ট বোল্টের তোপে পড়ে তারা। নিউজিল্যান্ডের বাঁহাতি এই পেসার প্রথম ওভারেই তুলে নেন অভিষেক শর্মা ও রাহুল ত্রিপাঠিকে, নেন মেডেন।
বোল্টের তোপের পর হায়দরাদকে আরও চেপে ধরেন যুজবেন্দ্র চাহাল। ৩২ বছর বয়সী এই লেগস্পিনারের তুলে নেন হ্যারি ব্রুক আর মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে। মাত্র ৫২ রানে ৬ উইকেট হারানো হায়দরাবাদ যে এর পরও এক শ রান পার করতে পেরেছে, সেই অবদান ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নামা আবদুস সামাদের ৩২ বলে ৩২ আর উমরান মালিকের ৮ বলে ১৯ রানের।
৪ ওভারে মাত্র ১৭ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন চাহাল।
এর আগে রাজস্থান রয়্যালসকে বড় রানের ভিত্তি গড়ে তিন টপ অর্ডারের তিন ব্যাটসম্যান।
জস বাটলার আর যশস্বী জয়সোয়ালের উদ্বোধনী জুটি প্রথম ছয় ওভারেই তুলে ফেলে ৮৫ রান। মাত্র ২০ বলে ফিফটি তুলে নেন বাটলার।

আইপিএলে তাঁর দ্রুততম ফিফটি ১৮ বলে, ২০১৮ সালে দিল্লির বিপক্ষে।
ফিফটির পর অবশ্য ইনিংস বড় করতে পারেননি। ২২ বলে ৫৪ রান করে ফজলহক ফারুকীর বলে বোল্ড হন।
জয়সোয়াল থামেন ৩৭ বলে ৫৪ রান করে। তিনে নামা সঞ্জু স্যামসন খেলেন ৩২ বলে ৫৫ রানের ইনিংস।

হ্যাকারদের যে গ্রুপটি বিভিন্ন দেশের এটিএম থেকে বিপুল অর্থ চুরি করেছে

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ কল্পনা করুন যে আপনি ভারতে একজন নিম্নআয়ের মানুষ এবং বলিউডের একটা ছবিতে অভিনয়ের জন্য আপনাকে একদিনের একটা কাজ দেওয়া হলো। আপনার চরিত্র কী হবে? আপনাকে একটা ক্যাশ মেশিন থেকে কিছু অর্থ তুলতে হবে।

ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যে ২০১৮ সালে কয়েকজন লোক ভেবেছিলেন যে তারা সিনেমার এমনই চরিত্রে অভিনয় করছেন - কিন্তু তাদেরকে আসলে ব্যাঙ্ক থেকে বড় আকারের অর্থ চুরির ঘটনায় ব্যবহার করা হচ্ছিল।

ওই বছর অগাস্ট মাসের এক সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কসমস কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কে এই চুরির ঘটনা ঘটে। এই ব্যাঙ্কের সদরদপ্তর পুনে শহরে।

শনিবার দুপুরে ওই ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তারা হঠাৎ করেই বেশ কিছু সতর্কবার্তা পান।

এসব বার্তা এসেছিল যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা কার্ড কোম্পানি থেকে। সেসব বার্তায় সতর্ক করা হয় যে তারা দেখতে পাচ্ছে এটিএম মেশিন থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থ তুলে নেওয়ার চাহিদা পরিলক্ষিত হচ্ছে। দৃশ্যত যেসব লোক কসমস ব্যাঙ্কের কার্ড ব্যবহার করেন তারাই এসব অর্থ তুলে নিচ্ছেন। কিন্তু কসমস ব্যাঙ্কের কর্মকর্তারা যখন তাদের নিজেদের সিস্টেম পরীক্ষা করে দেখেন, তারা সেখানে অস্বাভাবিক কোনো লেনদেনের ঘটনা দেখতে পান নি। এর প্রায় আধাঘণ্টা পর, অনেকটা নিরাপদ থাকার লক্ষ্যেই, তারা কসমস ব্যাঙ্কের কার্ড দিয়ে সব অর্থ লেনদেন বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ভিসাকে ক্ষমতা প্রদান করে। এই বিলম্ব হওয়ার কারণে তাদেরকে চরম মূল্য দিতে হয়।

পরদিন ভিসা কোম্পানির পক্ষ থেকে সন্দেহজনক লেনদেনের একটি পূর্ণ তালিকা পাঠানো হয় কসমস ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয়ের কাছে। তাতে দেখা যায় যে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন এটিএম মেশিন থেকে ১২ হাজারের মতো অর্থ উত্তোলনের ঘটনা ঘটেছে।

এই ঘটনায় ব্যাঙ্কটি যত অর্থ হারিয়েছে তার পরিমাণ প্রায় এক কোটি ৪০ লাখ ডলার।

বিভিন্ন স্থান থেকে একযোগে এতো সতর্কতার সঙ্গে এই বিপুল অর্থ চুরি করা হয় যে একে দুঃসাহসী অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

অপরাধীরা ২৮টি দেশে এটিএম মেশিন ব্যবহার করে এই অর্থ চুরি করেছে। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং রাশিয়া।

এসব ঘটনাই ঘটেছে মাত্র দুই ঘণ্টা ১৩ মিনিটের মধ্যে যা বিশ্বজুড়ে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। শেষ পর্যন্ত তদন্তকারী কর্মকর্তারা এর সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করতে পেরেছে। এরা হ্যাকারদের একটি গ্রুপ যারা এর আগেও দৃশ্যত উত্তর কোরিয়ার নির্দেশে এধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে।

কিন্তু এই সামগ্রিক চিত্রটি জানার আগে মহারাষ্ট্রের সাইবার অপরাধ ইউনিটের তদন্তকারী কর্মকর্তারা সিসিটিভি ফুটেজে দেখতে পান যে বহু লোক ক্যাশপয়েন্টের দিকে হেঁটে যাচ্ছে, এটিএম মেশিনে ব্যাঙ্ক কার্ড ঢোকাচ্ছে এবং তাদের ব্যাগগুলো ব্যাঙ্ক নোট দিয়ে ভর্তি করছে।

অর্থ চুরির এধরনের একটি নেটওয়ার্কের ব্যাপারে আমরা সচেতন ছিলাম না, বলেন ইন্সপেক্টর জেনারেল ব্রিজেশ সিং, যিনি এই তদন্তে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

মি. সিং বলেন একটি চক্রের একজন হ্যান্ডলার তার ল্যাপটপের সাহায্যে রিয়েল টাইমে এটিএম মেশিনগুলো থেকে অর্থ তোলার ওপর নজর রাখছিল। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে যারা মেশিন থেকে অর্থ তুলছিল, তারা যখনই নিজের জন্য কিছু অর্থ রেখে দিতে চেষ্টা করেছে, তখনই হ্যান্ডলার সেটা শনাক্ত করেছে এবং তাকে সতর্ক করে দিয়েছে।

সিসিটিভি ফুটেজ এবং এটিএমের আশেপাশের এলাকা থেকে সংগৃহীত মোবাইল ফোনের ড্যাটা ব্যবহার করে ভারতীয় তদন্তকারীরা ঘটনার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ১৮ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করতে সক্ষম হন। তাদের বেশিরভাগই এখন বিচারের অপেক্ষায় কারাগারে আটক রয়েছেন।

মি. সিং বলেন এই ব্যক্তিরাই আসল অপরাধী নন। যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন রেস্তোরাঁয় খাবার পরিবেশনকারী একজন কর্মী, একজন ড্রাইভার এবং একজন মুচি।

আরেকজনের ফার্মাসি বিষয়ে ডিগ্রি রয়েছে।

তারা সবাই ভালো মানুষ, বলেন তিনি। তা সত্ত্বেও তিনি মনে করেন অর্থ চুরির জন্য যাদেরকে এক্সট্রা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল তারা জানতেন যে আসলেই তারা কী করতে যাচ্ছেন।

কিন্তু তারা কি জানতেন কাদের জন্যে তারা একাজ করছিলেন?

তদন্তকারী কর্মকর্তারা মনে করেন এই চুরির ঘটনার পেছনে রয়েছে উত্তর কোরিয়া।

উত্তর কোরিয়া বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি। দেশটিতে সীমিত যে সম্পদ রয়েছে তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করা হয় পরমাণু অস্ত্র, ব্যালিস্টিক মিসাইল তৈরির পেছনে যা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ নিষিদ্ধ করেছে। এর ফলে জাতিসংঘ দেশটির ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যে কারণে দেশটির বাণিজ্যের বেলাতেও রয়েছে কঠোর বিধিনিষেধ।

উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জংআন ১১ বছর আগে ক্ষমতায় আসার পর থেকে একের পর এক অস্ত্র পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন যা নজিরবিহীন। এসব পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে চারটি পরমাণু পরীক্ষা এবং উস্কানিমূলক কয়েকটি আন্তঃমহাদেশীয় মিসাইল নিক্ষেপের পরীক্ষা।

যুক্তরাষ্ট্রে কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে এসব অর্থ কর্মসূচির অর্থ সংগ্রহের জন্যে এবং দেশটির অর্থনীতি সচল রাখতে সারা বিশ্বের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ চুরির জন্য উত্তর কোরিয়ার সরকার দক্ষ ও বিশেষ হ্যাকারদের দিয়ে গঠিত একটি গ্রুপকে ব্যবহার করছে।

হ্যাকারদের এই গ্রুপটি লাজারাস গ্রুপ নামে পরিচিত। ধারণা করা হয় এই গ্রুপটি উত্তর কোরিয়ার শক্তিশালী সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালিত একটি ইউনিটের অংশ। এই ইউনিটের নাম রিকনিসনস জেনারেল ব্যুরো।

সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বাইবেলের একটি চরিত্র লাজারাসের নামানুসারে এই গ্রুপটির নামকরণ করেছেন। লাজারাসের মৃত্যুর কয়েকদিন পর তাকে আবার জীবিত করা হয়েছিল। এই গ্রুপটির তৈরি ভাইরাস একবার কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ভেতরে ঢুকে পড়লে তাকে নির্মূল করাও প্রায় অসম্ভব। একারণেই হ্যাকারদের এই গ্রুপটির নাম দেওয়া হয়েছে লাজারাস।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এই গ্রুপটি প্রথম আলোচনায় আসে যখন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ২০১৪ সালে সনি পিকচার্স এন্টারটেইনমেন্টসের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হ্যাকিংএর জন্য উত্তর কোরিয়াকে অভিযুক্ত করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআই অভিযোগ করে যে 'দ্য ইন্টারভিও' নামের একটি কমেডি সিনেমার জবাবে উত্তর কোরিয়ার হ্যাকাররা ক্ষতিকর সাইবার আক্রমণ পরিচালনা করছে। ওই সিনেমাতে দেখানো হয় যে কিম জংআনকে হত্যা করা হয়েছে।

এর পর থেকে লাজারাস গ্রুপের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ আনা হয়েছে ঃ তারা ২০১৬ সালে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে ১০০ কোটি ডলার চুরি করার চেষ্টা করেছে, এবং ব্রিটেনের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা এনএইচসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানির ওপর 'ওয়ানাক্রাই' নামে পরিচিত সাইবার আক্রমণ চালিয়ে তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ সংগ্রহের চেষ্টা করেছে।

উত্তর কোরিয়া লাজারাস গ্রুপের অস্তিত্ব তীব্রভাবে অস্বীকার করে। এছাড়াও দেশটির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সমর্থনে হ্যাকিংএর যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, সেগুলোও তারা প্রত্যাখ্যান করেছে।

তবে আইনপ্রয়োগকারী শীর্ষস্থানীয় সংস্থাগুলো বলছে উত্তর কোরিয়ার চালানো হ্যাকিং অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত, অনেক বেশি উদ্ধত এবং অনেক বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

কসমস ব্যাঙ্ক থেকে অর্থ চুরির ঘটনায় হ্যাকাররা যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন তাকে বলা হয় জ্যাকপটিং। বাজি খেলায় জিতলে স্লট মেশিন থেকে যেভাবে অর্থ বের হয়ে আসে তেমনি এই পদ্ধতিতেও এটিএম মেশিন থেকে নগদ অর্থ নির্গত হয়। এর আগে হ্যাকাররা ব্যাঙ্কের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ভিন্ন উপায়ে ভেঙ্গে দিয়েছে ঃ প্রথমে একটি ক্ষতিকর ইমেইল পাঠানো হয়, কোনো চাকুরিজীবী যখন ওই ইমেল খুলে দেখেন তখন ওই কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ম্যালওয়্যার দিয়ে আক্রান্ত হয়। একবার নেটওয়ার্কের ভেতরে ঢুকে পড়তে পারলে হ্যাকাররা এটিএম সুইচ নামের সফটওয়্যারের পরিবর্তন ঘটায়। এই সফটওয়্যারটি ব্যাঙ্কের কাছে বার্তা পাঠায় ক্যাশপয়েন্ট থেকে অর্থ তোলার বিষয়টি অনুমোদন করার জন্য। তখন হ্যাকাররা তাদের সহযোগীদের মাধ্যমে বিশ্বের যে কোনো স্থানের এটিএম যন্ত্র থেকে অর্থ তোলার ক্ষমতা অর্জন করে। তারা একমাত্র যেটি পরিবর্তন করতে পারে না সেটা হচ্ছে একবারে সর্বোচ্চ কতো অর্থ তোলা যাবে সেই সীমা পরিবর্তন করা। একারণে তাদের প্রচুর সংখ্যক কার্ড ও প্রচুর সংখ্যক লোকের প্রয়োজন হয়। এই চুরির প্রস্তুতি নিতে গিয়ে হ্যাকাররা তাদের সহযোগীদের নিয়ে কাজ করেছে ক্লোন করা এটিএম কার্ড তৈরি করার জন্য। এই কাজ করার জন্যে তারা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের প্রকৃত তথ্য ব্যবহার করেছে যাতে তারা এটিএমে ব্যবহারের জন্য নকল কার্ডটি তৈরি করতে পারে।

ব্রিটিশ নিরাপত্তা কোম্পানি বিএই তাৎক্ষণিকভাবেই সন্দেহ করে যে এই কাজটি লাজারাস গ্রুপের। বিএই কয়েক মাস ধরেই এই গ্রুপটির ওপর নজর রাখছিল এবং তারা জানতো যে গ্রুপটি ভারতীয় একটি ব্যাঙ্কে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করছে। তারা শুধু জানতো না কোন ব্যাঙ্কে এই হামলা চালানো হবে।

লাজারাস গ্রুপটি বহুমুখী এবং খুই উচ্চাভিলাষী বলে জানিয়েছেন বিএইর নিরাপত্তা গবেষক এড্রিয়ান নিশ। তিনি বলেন, বেশিরভাগ অপরাধী গ্রুপ কয়েক লাখ চুরি করতে পারলেই খুশি হবে এবং এই কাজ বন্ধ করে দিবে।

কসমস ব্যাঙ্ক থেকে অর্থ চুরির ঘটনায় যেসব প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে তা বিস্ময়কর। হ্যাকাররা কিভাবে ২৮টি দেশে তাদের সহযোগীদের খুঁজে বের করল? তাদের মধ্যে উত্তর কোরিয়ার অনেক নাগরিকও রয়েছেন যারা বৈধভাবে অন্য কোনো দেশে ভ্রমণ করতে পারেন না। হ্যাকাররা তাদেরকে কিভাবে সংগ্রহ করল?

যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি নিরাপত্তা বিষয়ক তদন্তকারীরা মনে করেন লাজারাস গ্রুপটি ইন্টারনেটের অন্ধকার জগত বা ডার্ক ওয়েব থেকে মুখ্য সহায়তাকারীকে খুঁজে পেয়েছে। এই জগতে হ্যাকিংএর দক্ষতা শেয়ার করা হয় এবং সেখানে অপরাধীরা সেখানে তাদের দক্ষতা ও সার্ভিস বিক্রি করে থাকে।

২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিগ বস নামের একজন ইউজার কীভাবে ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি চালাতে হয় সে বিষয়ে কিছু তথ্য তুলে ধরে। সে এও দাবি করে যে তার কাছে এটিএম কার্ড ক্লোন করার যন্ত্র আছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাতে অর্থ তুলতে পারবে এরকম কিছু গ্রুপের সঙ্গেও তার যোগাযোগ রয়েছে বলে সে জানায়।

কসমস ব্যাঙ্কে আক্রমণ চালানোর জন্য লাজারাস গ্রুপের এই সার্ভিসটির প্রয়োজন ছিল। তখন তারা বিগ বসের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান ইনটেল ১৪৭১ এর প্রধান গোয়েন্দা কর্মকর্তা মাইক ডিবোল্টকে বলা হয় এই সহযোগীদের বিষয়ে আরো তথ্য খুঁজে বের করার জন্য।

ডিবোল্টের দলটি জানতে পারে যে বিগ বস অন্তত ১৪ বছর ধরে তৎপর। তার আরো কিছু নাম রয়েছে, যেমন ঃ জি, হাবিবি এবং ব্যাকওয়ার্ড। বিভিন্ন ফোরামে সে একই ইমেইল ব্যবহার করায় নিরাপত্তা তদন্তকারীরা তার এসব নাম সম্পর্কে জানতে পারে।

আসলে সে অলস। সাধারণত আমরা এরকমটাই হতে দেখি। বিভিন্ন ফোরামে তারা নাম পরিবর্তন করে, কিন্তু তাদের ইমেইল অ্যাড্রেস একই থাকে, বলেন ডিবোল্ট।

বিগ বসকে ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তখন জানা যায় তার নাম ঘালিব আলাওমারি। সে ৩৬ বছর বয়সী একজন ক্যানাডিয়ান। উত্তর কোরিয়ার কথিত ব্যাঙ্ক চুরির ঘটনার মতো বেশ কিছু অপরাধের সাথে জড়িত থাকার কথা সে স্বীকার করে। তাকে ১১ বছর আট মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

কসমস ব্যাঙ্কে চুরির ঘটনাসহ অন্য কোনো হ্যাকিং কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ উত্তর কোরিয়া কখনোই স্বীকার করেনি। কসমস ব্যাঙ্কে আক্রমণের বিষয়ে বক্তব্যের জন্য বিবিসির পক্ষ থেকে লন্ডনে উত্তর কোরিয়ার দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়, কিন্তু তারা কোনো উত্তর দেয়নি।

কিন্তু এর আগে যখন রাষ্ট্রদূত চো ইলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল, তিনি তখন উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সমর্থনে হ্যাকিংএর অভিযোগকে হাস্যকর বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করছে।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এফবিআই, যুক্তরাষ্ট্রের সিক্রেট সার্ভিস এবং ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস লাজারাস গ্রুপের সন্দেহভাজন তিনজন হ্যাকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। এই তিনজন হ্যাকার হচ্ছেন ঃজন চ্যাং হিউক, কিম ইল এবং কার্ক জিন হিউক। অভিযোগে বলা হয় যে তারা উত্তর কোরিয়ার সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করছে। ধারণা করা হয় বর্তমানে তারা পিয়ংইয়ংএ অবস্থান করছেন।

যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরীয় কর্তৃপক্ষের হিসেবে উত্তর কোরিয়ার রয়েছে সাত হাজারের মতো প্রশিক্ষিত হ্যাকার। তারা সবাই যে উত্তর কোরিয়ার ভেতর থেকে কাজ করছে তার সম্ভাবনা কম।

উত্তর কোরিয়ার সাবেক একজন কূটনীতিক রিও হিউন উ, যিনি সরকারপক্ষ ত্যাগ করেছেন তিনি জানিয়েছেন হ্যাকাররা কীভাবে বিদেশে থেকে কাজ করে।

২০১৭ সালে তিনি কুয়েতে উত্তর কোরিয়ার দূতাবাসে কাজ করতেন। ওই অঞ্চলে যে ১০,০০০ উত্তর কোরীয় কাজ করতো তিনি তাদের দেখাশোনা করতেন। সেসময় অনেকেই উপসাগরীয় দেশগুলোতে নির্মাণ খাতে কাজ করতো। তাদের মজুরির বেশিরভাগই তুলে দিতে হতো উত্তর কোরিয়ার সরকারের হাতে।

তিনি জানান তার অফিসে উত্তর কোরিয়ার একজন হ্যান্ডলারের কাছ থেকে প্রতিদিনই ফোন কল আসতো। ওই হ্যান্ডলার ১৯ জন হ্যাকারের ওপর নজর রাখতো যারা দুবাইএ কাজ করতো এবং ছোট ছোট ঘরে বসবাস করতো।

তাদের শুধু দরকার ছিল ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযোগ আছে এমন কম্পিউটারের, বলেন তিনি।

বিদেশে হ্যাকার মোতায়েনের অভিযোগ অস্বীকার করে উত্তর কোরিয়া। দেশটি বলছে যেসব তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর বৈধ ভিসা রয়েছে শুধুমাত্র তারাই বিদেশে কাজ করে। তবে মি. রিউ যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে এফবিআইএর অভিযোগের মিল রয়েছে।

২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ উত্তর কোরিয়ার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তাতে উত্তর কোরিয়ার জ্বালানি আমদানি সীমিত করা, আমদানির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করার পাশাপাশি জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোতে যেসব উত্তর কোরীয় কাজ করছে তাদেরকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে দেশে ফেরত পাঠানোর কথা বলা হয়। তবে এখনও হ্যাকাররা তৎপর রয়েছে। এখন তারা ক্রিপ্টো কারেন্সি কোম্পানিগুলোকে টার্গেট করছে এবং ধারণা করা হচ্ছে যে তারা এখন পর্যন্ত ৩২০ কোটি ডলার চুরি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে কর্তৃপক্ষ তাদেরকে বিশ্বের শীর্ষ ব্যাঙ্ক ডাকাত বলে উল্লেখ করেছে যারা বন্দুকের পরিবর্তে কীবোর্ড ব্যবহার করে।

রোজার মাসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেসব ভিন্ন ভিন্ন রীতি পালন করা হয়

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ আরবি বর্ষপঞ্জিকার নবম মাস রমজান। মুসলিমদের জন্য এই মাস বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কারণ মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত পাঁচ ফরজের একটি হচ্ছে রোজা, যেটি এ মাসেই পালন করা হয়। ধর্মীয় নিয়ম অনুযায়ী রোজা রাখা হলেও সংস্কৃতিভেদে বিভিন্ন দেশে কিছু আলাদা রীতি পালন করা হয়ে থাকে যেগুলোর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমন কিছু রীতি নিয়েই এই প্রতিবেদন।

১. তুরস্ক

রমজানের সময় সেহরির আগে মসজিদের মাইক ব্যবহার করে মানুষজনকে জাগিয়ে তালো বাংলাদেশে বেশ পরিচিত। কোন কোন এলাকায় তরুণদের হাকডাকে মুসলিমদের জাগানোর প্রথাও বেশ পুরনো।

অনেকটা একই রকম প্রথা চালু আছে বিশ্বের আরেকটি মুসলিমপ্রধান দেশ তুরস্কে। অটোম্যানদের মতো তুর্কিরা ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে 'দাভুল' নামের বড় আকারের ঢোল পিটিয়ে মানুষজনকে জাগিয়ে তোলে। দুই দিকেই বাজানো যায় এমন ঢোল নিয়ে শহরজুড়ে ঘুরে ঘুরে সেহরির জন্য মানুষদের জাগিয়ে তোলা হয়। এর বিনিময়ে বখশিস পায় তারা। এসময় সেহরিতে জেগে ওঠা মুসলিমরা একসঙ্গে খাওয়ার জন্য তাদের ডাকও দেয়। অনেকটা একই চর্চা আছে আলবেনিয়ার রোমা মুসলিমদের মধ্যে। ভেড়া বা ছাগলের চামড়ায় আবৃত লোদ্রা নামের ঐতিহ্যবাহী ড্রামের সঙ্গে বিশেষ গীতিনাট্য দিয়ে তারা রমজানে দিনের শুরু এবং শেষ করে।

২. মিশর, জর্ডান ও মরক্কো

মিশর ও জর্ডানে সেহরির আগে এলাকাভিত্তিক কিছু মানুষ প্রতিবেশীদের ঘুম থেকে ওঠানোর জন্য ডাকেন, যাদের বলা হয় মেসাহারাতি। মেসাহারাতির কাজ হচ্ছে আশেপাশের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে মানুষকে জাগিয়ে তোলার জন্য ডাক দেয়া। ঢোলের মৃদু শব্দের সঙ্গে তারা ডেকে দেয়ার কাজটি করেন। একই কাজ করা লোকদের মরক্কোতে ডাকা হয় নাফারস নামে। এসময় তারা ঐতিহ্যবাহী পোশাক 'গান্দোরা', টুপি এবং একজোড়া চপ্পল পরে প্রার্থনার সুরে ধীর গতিতে হাঁটতে থাকে।

সাধারণত শহরের লোকেরাই 'নাফারস' হিসেবে কয়েকজনকে নির্বাচন করেন। রমজানের শেষ রাতে মরক্কোর এই দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য এই ব্যক্তিদের সম্মানী দেওয়া হয়।

সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে রঙিন এবং সুন্দর রমজানের ঐতিহ্যগুলির মধ্যে একটি মিশরের 'ফানুস'। এটি মূলত ধাতু ও রঙিন কাঁচ দিয়ে উজ্জ্বল রঙের প্রদীপ বা লণ্ঠন। ধারণা করা হয়, এই ঐতিহ্যের উৎপত্তি ফাতেমীয় সাম্রাজ্য থেকে শুরু হয়েছিল, যখন খেলাফত আলমুই লিদিন আল্লাহ কায়রোতে আসার সময় তাকে রঙিন লণ্ঠন দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। মিশরে রমজানের ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে রাস্তা, বাড়ি এবং পাড়া এই লণ্ঠন দিয়ে আলোকিত করা হয়। স্বতন্ত্র নকশা এবং বিচিত্র কারুকার্যের জন্য পরিচিত লণ্ঠন বৈশ্বিকভাবে মিশরীয় রমজানের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

৩. ইরাক

রমজানে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে সারাদিনের সংযমের সঙ্গে ইফতারের পর হালকা মজা করায় কোনো ক্ষতি নেই বলেই মনে করেন ইরাকিরা। আর তাই এসময় তারা খেলেন দেশটির অন্যতম প্রধান একটি ঐতিহ্যবাহী খেলা 'মেহাবেস'। একে আংটি খেলাও বলা হয়ে থাকে।

৪০ থেকে ২৫০ জন পর্যন্ত খেলাটিতে অংশ নিতে পারে। এসময় অংশগ্রহণকারীরা দুটো দলে ভাগ হয়ে যায়। পালা করে একটি দল আংটি লুকিয়ে রাখে, এবং অন্যদলের সদস্যদের ধারণা করতে হয় যে আংটিটি কার কাছে আছে। বাড়ির বাইরে কেবল পুরুষরা অংশ নিলেও, ঘরের ভেতর নারীরাও এই খেলায় অংশ নিয়ে থাকে। ইরাকিদের কাছে এই খেলা সবার একত্রিত হয়ে কিছুটা আনন্দে কাটানোর মাধ্যম। যুদ্ধের কারণে অনেক বছর খেলাটি বন্ধ থাকলেও ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় আবার ফেরত আসছে।

৪. লেবানন

কামানে তোপধ্বনি দিয়ে ইফতারের সময় হবার বিষয়টি জানানো হয় লেবাননে। এটি সম্ভবত বিশ্বে প্রচলিত রমজানের প্রাচীনতম ঐতিহ্যের একটি। এটি শুরু হওয়ার প্রায় ২০০ বছর পরও লেবাননসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশ আজও এই চর্চা চালু রেখেছে, যা 'মিদফা আল ইফতার' নামে পরিচিত। এটি সবসময় লেবাননের রমজানের ঐতিহ্যের অংশ ছিল না। বলা হয়ে থাকে, মিশর থেকে এই প্রথার উদ্ভব। কোন এক রমজান মাসে তৎকালীন শাসক খোশ কদম ঘটনাক্রমে সূর্যাস্তের সময় কামানের একটি গোলা ছোঁড়েন।

এর শব্দ কায়রো শহর জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয় এবং জনগণ একে রোজা শেষ হবার সংকেত হিসেবে ভুল করে। তবে এই ভুলকেই সবাই খুব প্রশংসা করে এবং শেষমেশ কামানের তোপধ্বনি ঐতিহ্যে পরিণত হয়।

মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ 'মিদফা আল ইফতারকে' ইফতারের সময় হবার আনুষ্ঠানিক সংকেত হিসেবে গ্রহণ করেছে। লেবাননে ১৯শতকের বিশেষ এক কামানই রয়েছে, যা বর্তমানে কেবল এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। ১৯৮৩ সালে লেবাননে আক্রমণের পর কামানকে অস্ত্র হিসেবে বাজেয়াপ্ত করা হয়। ফলে ঐতিহ্যটি হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হয়েছিল।

কিন্তু যুদ্ধের পর লেবানিজ সেনাবাহিনী এই প্রথা পুনরুজ্জীবিত করে যা আজও অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাতেও সেহরি ও ইফতারে কামানের তোপধ্বনি দেয়া হয়।

৫. সংযুক্ত আরব আমিরাত

রমজান শুরু হবার আগেই সংযুক্ত আরব আমিরাতে চালু হয় 'হক আল লায়লা' নামের এক বিশেষ আয়োজন।

রমজানের ঠিক আগের মাস অর্থাৎ শাবান মাসের ১৫ তারিখে। এই দিন শিশুরা রঙিন কাপড় পরে প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি যায়। এসময় তারা খারিতা ব্যাগে মিষ্টি সংগ্রহ করে এবং সুর করে বলে আতোনা আল্লাহ ইউতিকোম, বাইত মক্কা ইউদিকুম, যার অর্থ আপনারা আমাদেরকে দিন, আল্লাহ আপনাদের পুরস্কৃত করবেন এবং মক্কা পরিদর্শনের তৌফিক দেবেন।

বছরর পর বছর ধরে ধর্মীয়ভাবে চর্চা করা 'হক আল লায়লা' সংযুক্ত আরব আমিরাতে রমজান পালনের ঐতিহ্য হয়ে উঠেছে।

এর মূল উদ্দেশ্য হল রমজানের গুরুত্ব সম্পর্কে সবার মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো কুয়েতেও এটি পালন করা হয়। তবে তা হয় রমজানের মাঝামাঝি সময়ে তিন দিনের উদযাপন।

এসময় শিশুরা তাদের আশেপাশের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তে থাকে এবং মিষ্টি এবং চকলেটের জন্য গান গায়। এই ঐতিহ্যটিকে 'গারগিয়ান' বলা হয়। .

৬. ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপের মুসলমানদের জন্য রমজানের আগে নিজেদের শুদ্ধ করার একটি পদ্ধতি 'পাদুসান'। এর অর্থ গোসল করা।

রমজান শুরুর আগে ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরা তাদের আশেপাশের প্রাকৃতিক পুকুরে গোসল করে এবং নিজেদের পরিষ্কার করে।

এই সাংস্কৃতিক চর্চা রমজান মাসে বিশ্বাসীদের শুদ্ধ করে বলে মনে করেন মুসলিমরা। তবে ইদানীং অনেকেই নিজ বাড়িতেই এই গোসল করে নেন।

৭. দক্ষিণ এশিয়া

রমযানের শেষ সন্ধ্যা যা বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মতো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে 'চাঁদ রাত' নামে পরিচিত। রমজানের শেষ দিন শাওয়াল মাসের চাঁদ ওঠার পর উৎসবের আমেজ দেখা যায়। এটি বাংলাদেশে চাঁদরাত হিসেবে পরিচিত। এই চাঁদরাতে ঈদের আগে শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা চলে এবং উৎসবের অংশ হিসেবে নারীরা হাতে মেহেদি লাগায় এবং নানা আয়োজন করে। তবে এই আয়োজন শহর এবং গ্রামের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

ডলার বেচাকেনায় নানারকম দরদাম, একক রেট কবে হবে?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতে ডলার বিনিময়ের নতুন একটি রেট রোববার অর্থাৎ ২রা এপ্রিল থেকে কার্যকর হচ্ছে। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই ডলার বিনিময়কারী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিমাসেই একবার ডলারের মূল্য সমন্বয় করে আসছে। তবে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বাংলাদেশের ডলার কেনাবেচায় নানারকম বিনিময় হার চালু থাকায় তারা আর্থিক ক্ষতির শিকার হচ্ছেন। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, তারা যে রেটে রপ্তানি আয় করে থাকেন, তার তুলনায় আমদানি করতে গিয়ে অনেক বেশি দামে ডলার কিনতে হয়। এই রেট কাছাকাছি করার দাবি বিভিন্ন সময় তারা বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের কাছে তুলে ধরেছেন। অর্থনীতিবিদরাও বলছেন, একটি দেশে ডলার লেনদেনে একটি সিঙ্গল রেট বা নির্দিষ্ট দর থাকা উচিত। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলও ডলারের এক দাম নির্ধারণের পরামর্শ দিয়েছে। কর্মকর্তারা বলছেন, এই সমস্যা সমাধানে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, তারই অংশ হিসাবে নতুন রেট চালু হচ্ছে। একসময় বাংলাদেশ ব্যাংক ডলারের বিনিময় মূল্য নির্ধারণ করে দিলেও ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডলারের মূল্য নির্ধারণের দায়িত্ব পায় এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) ও ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস এসোসিয়েশন (বাফেদা)।

‘ভারতের কী লেখাপড়া জানা প্রধানমন্ত্রী দরকার?’

নয়া দিল্লি (এজেন্সী) ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে তথ্য জানতে চাওয়ার কারণে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আদালতে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করার পরে মি. কেজরিওয়াল আবারও প্রশ্ন তুলেছেন যে দেশের প্রধানমন্ত্রীর পড়াশোনা জানা প্রয়োজন কী না।

শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, একজন প্রধানমন্ত্রীকে প্রতিদিন কয়েকশো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তার মধ্যে প্রতিরক্ষা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয় থাকে।

তিনি নিজে যদি পড়াশোনা না জানেন তাহলে কর্মকর্তারা যা খুশি বুঝিয়ে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে চলে যেতে পারে।

এই প্রশ্ন তুলে মি. কেজরিওয়ালের দল একটা পোস্টার প্রচারণাও শুরু করেছে দিল্লিতে।

নীল কাগজের ওপরে সাদা অক্ষরে ছাপা ওই পোস্টারে লেখে হয়েছে ভারতের কি পড়াশোনা জানা প্রধানমন্ত্রী দরকার?

আম আদমি পার্টি ওই পোস্টার দিল্লির নানা জায়গায় লাগিয়েছে।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ২০১৬ সালে তথ্য জানার অধিকার আইন অনুযায়ী গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে নরেন্দ্র মোদীর ডিগ্রির বিস্তারিত জানতে চেয়েছিলেন।

কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনার বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ দেন ওই তথ্য দেওয়ার জন্য।

সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ওয়েবসাইটে মি. মোদীর ডিগ্রির তথ্য দিয়ে দেয়, তবে তারা কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনারের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলাও করে।

সেই মামলার রায়ে গুজরাত হাইকোর্ট শুক্রবার রায় দেয় যে, মি. কেজরিওয়াল এমন তথ্য জানতে চেয়েছেন, যা জনসমক্ষেই আছে।

আদালত আরও বলে যে তথ্য জানার অধিকার আইনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ডিগ্রি নিয়ে প্রশ্ন তুলে মি. কেজরিওয়াল একটা বিতর্ক তৈরি করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য তার ২৫ হাজার টাকা জরিমানাও হয়।

তবে, শনিবার মি. কেজরিওয়াল আবারও সেই একই প্রশ্ন তুলেছেন।

তিনি বলছেন, প্রধানমন্ত্রীর একটা ভিডিও আমরা দেখেছি, যেখানে মি. মোদী বলেছিলেন যে তিনি পড়াশোনা জানেন না, গ্রামের স্কুলে যেতেন, তার পরে আর পড়াশোনা করেন নি।

প্রধানমন্ত্রী যদি পড়াশোনা না জানেন, যে কেউ গিয়ে তো তাকে বোকা বানিয়ে দেবে। হাইকোর্টের নির্দেশের ফলে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে যে সব সংশয় ছিল, তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

অমিত শাহ কয়েক বছর আগে একটা ডিগ্রি দেখিয়েছিলেন। যদি ডিগ্রি থাকেই, সেটা যদি সঠিক হয়, তাহলে সেটা দেখানো হচ্ছে না কেন? প্রশ্ন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের।

নরেন্দ্র মোদীর ঠিক কোন ভিডিওর কথা মি. কেজরিওয়াল বলেছেন, তা স্পষ্ট নয়।

তবে ২৯ সেকেন্ডের একটা ভিডিও ক্লিপ সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে বছর দুয়েক আগে, মি. মোদীর পুরনো একটি সাক্ষাৎকারের ভিডিও সেটি।

ওই সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন সাংবাদিক রাজীব শুক্লা।

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিও ক্লিপে মি. মোদীকে বলতে শোনা গেছে, তিনি ১৭ বছর বয়সে ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন, স্কুলের পড়া শেষ করেই।

ওই সাক্ষাৎকারের পুরোটাই ইউ টিউবে পাওয়া যায়। রুবারু নামে ওই জনপ্রিয় টেলিভিশন অনুষ্ঠানের পুরোটাই বিবিসি বাংলা দেখেছে।

নরেন্দ্র মোদী যখন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দিল্লিতে থাকতেন, তখনই সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়।

সেখানে স্কুলের পড়া শেষ করেই... এই শব্দবন্ধের অব্যবহিত পরই মি. মোদী উল্লেখ করেছিলেন অনেক পরে, সঙ্ঘের (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ) কয়েকজনের উৎসাহে তিনি আবারও আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা শুরু করেন এবং ‘এক্সটার্নাল ক্যান্ডিডেট’ হিসাবে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন, আর কলেজের দরজাও তিনি দেখেন নি।

এই অংশটি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ২৯ সেকেন্ডের ক্লিপ থেকে বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছে।

যার ফলে মনে হচ্ছে যে তিনি স্কুলের পরে আর পড়াশোনা করেন নি।

অরবিন্দ কেজরিওয়াল ২০১৬ সালে তথ্য জানার অধিকার আইন অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর ডিগ্রি দেখতে চাওয়ার পরেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ সংবাদ সম্মেলন করে মি. মোদীর ডিগ্রির প্রতিলিপি প্রকাশ করেছিলেন।

তবে সেই ডিগ্রিও জাল বলে তখনই অভিযোগ করেছিল মি. কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি।

সামাজিক মাধ্যমে নরেন্দ্র মোদীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে নানা তথ্য ঘুরে বেড়ায়।

তার মধ্যে একটি ‘এন্টায়ার পলিটিক্যাল সায়েন্স’ নামে একটি অদ্ভুত বিষয়ে তার ডিগ্রি পাওয়ার কথা বলা হয়।

এছাড়া, কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট করা তার ডিগ্রি সার্টিফিকেটে যে ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে, মাইক্রোসফ্টের সেই ফন্ট তার ডিগ্রি পাওয়ার বহু বছর পরে বেরিয়েছে, বা তার সার্টিফিকেট যেদিন ইস্যু করা হয়েছে সেটা একটা রবিবার ছিল অথবা মি. মোদীর সঙ্গে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন সেরকম কোনও সহপাঠীকে কেন পাওয়া যায় না।

এমন অনেক যাচাই না করা তথ্যই সামাজিক মাধ্যমে ঘুরে ফিরে আসে তিনি ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই।

সাংবাদিক নীলাঞ্জন মুখার্জি ২০১৩ সালে নরেন্দ্র মোদীর জীবনী লিখেছিলেন।

ভারতের একজন পড়াশোনা জানা প্রধানমন্ত্রীর দরকার কী না, সে প্রশ্ন যখন নতুন করে উঠেছে, সেই প্রেক্ষিতে মি. মুখার্জী বলছিলেন, আমি যখন জীবনী লেখার জন্য মি. মোদীর সাক্ষাৎকার নিই, এবং সবটাই টেপ রেকর্ড করা আছে, সেখানে তিনি (মি. মোদী) শুধু উল্লেখ করেছিলেন যে করেসপন্ডেন্স কোর্সে তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক আর গুজরাত থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেয়েছেন।

কোন বছরে তিনি পাশ করেছেন, বা কী তার বিষয় ছিল, সে সব আমার বইয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল না তাই আর বিশদে জানতেও চাই নি আমি, বলেন মি. মুখার্জী।

নরেন্দ্র মোদীর এক পারিবারিক বন্ধু আহমেদাবাদের সিনিয়র সাংবাদিক সতীশ মোরি।

তার কাছে বিবিসি জানতে চেয়েছিল মি. মোদীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে।

তিনি বলেছেন, আমি যা জানি, প্রধানমন্ত্রী পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে ডিগ্রি পেয়েছেন।

তিনি যদি দুটো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করেই থাকবেন, তাহলে তার কোনও সহপাঠী বা কোনও শিক্ষকের কথা কেন মানুষ জানতে পারেন না - এই প্রশ্নের উত্তরে মি. মোরি বললেন, তার একজন শিক্ষক, প্রায় নব্বই বছর বয়স, তার সঙ্গে তো আমি কিছুদিন আগে বিধানসভা ভোটের আগেই দেখা করেছি।

আর মি. মোদী যখন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময়ে তার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষক অধ্যাপকদের আমন্ত্রণ করে একটা সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন গুজরাত কলেজে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রীর ডিগ্রিগুলি প্রকাশ করার পরেও কেন নরেন্দ্র মোদীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে বারেবারেই প্রশ্ন ওঠে, কেনই বা তিনি বা তার দল বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলেন না, সেই প্রশ্নও শনিবার তুলেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

নরেন্দ্র মোদীর জীবনীকার নীলাঞ্জন মুখার্জীরও মনে এই একই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসে।

তিনি বলছিলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে বারে বারেই তার ডিগ্রি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, বিতর্ক হয়।

কিন্তু আমার খুব আশ্চর্য লাগে যে কেন তিনি নিজে বা তার দল এই বিষয়ে কোনও ক্ল্যারিফিকেশন দেয় না! যদি ডিগ্রি থেকেই থাকে তাহলে তো তাদের সেগুলো সামনে নিয়ে এসে এই বিতর্ক স্থায়ীভাবে শেষ করে দেওয়া উচিত।

তিনি আরও বলছিলেন, আমাকে নিজের মুখে নরেন্দ্র মোদী তার ডিগ্রি নিয়ে যা বলেছিলেন, যতক্ষণ না আমি সেটার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাচ্ছি, ওই কথাটাকেই আমি সঠিক বলে মেনে চলব। এটাই আমার অবস্থান।

মি. মোদীর পারিবারিক বন্ধু সতীশ মোরি বলছিলেন, উল্টো দিক থেকে ভাবলে এটাও তো হতে পারে যে প্রধানমন্ত্রী বা তার দল যে এই বিতর্কের কোনও জবাব দেয় না, তার কারণ তারা নিজেরা জানেন যে সত্যটা কি। তাদের নিজেদের কাছে বিষয়টা খুবই স্বচ্ছ যে প্রধানমন্ত্রীর দুটি ডিগ্রিই আছে। তাই কেউ প্রশ্ন তুললেই তার জবাব কেন দিতে হবে বারে বারে?

রাশিয়া জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব নেয়ায় ক্ষুব্ধ ইউক্রেন

ইউক্রেন ঃ রাশিয়া আজ হতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, যদিও ইউক্রেন এটি আটকে দেয়ার আহ্বান জানিয়েছিল। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ১৫টি সদস্য দেশ পর্যায়ক্রমে এক মাস করে সভাপতির দায়িত্ব পালন করে। রাশিয়া সর্বশেষ এই দায়িত্ব পেয়েছিল ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, যখন তারা ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করেছিল।

এর মানে হচ্ছে, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির দায়িত্বে আছে এখন এমন এক দেশ, যে দেশের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে কথিত যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে একটি আন্তর্জাতিক গ্রেফতারি পরোয়ানা আছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গত মাসে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে এই পরোয়ানা জারি করে। তবে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত জাতিসংঘের কোন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি গত বছর নিরাপত্তা পরিষদকে সংস্কার করা অথবা পুরোপুরি বিলুপ্ত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এটি রাশিয়ার হামলা বন্ধে বা প্রতিরোধে যথেষ্ট ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি নিরাপত্তার পরিষদ থেকে রাশিয়ার সদস্যপদ বাতিলেরও আহ্বান জানিয়েছিলেন।

তবে যুক্তরাষ্ট্র তখন বলেছিল, তাদের হাত বাঁধা, কারণ জাতিসংঘ সনদে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের কোন স্থায়ী সদস্য দেশকে বাদ দেয়ার কোন সুযোগ নেই। দুর্ভাগ্যবশত, রাশিয়া জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য দেশ। এই বাস্তবতাকে পরিবর্তন করার কোন রকম সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক আইনি পথ নেই এ সপ্তাহে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জ্যাঁপিয়ের।

তিনি একথাও বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র আশংকা করে

অঙ্গ প্রতিষ্ঠান নয়। রাশিয়ার ব্যাপারে ইউক্রেনের অভিযোগ সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র বলেছিল, তারা নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি পদে যেতে রাশিয়াকে আটকাতে পারবে না। রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। পরিষদের অপর চারটি স্থায়ী সদস্য দেশ হচ্ছে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং চীন। নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির ভূমিকা মূলত পদ্ধতিগত দায়িত্ব পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে জাতিসংঘে রাশিয়ার দূত ভ্যাসিলি নেবেনজিয়া রুশ বার্তা সংস্থা তাস নিউজ এজেন্সিকে বলেছেন, তিনি নিরাপত্তা পরিষদে কয়েকটি বিতর্ক পরিচালনা করবেন, এর মধ্যে একটি অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত। তিনি বলেন, বর্তমান একক মেরু ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপন করবে যে নতুন বিশ্বব্যবস্থা, সেটি নিয়েও তিনি আলোচনা করবেন।

ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিমিত্র কুলেবা নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি হিসেবে রাশিয়ার দায়িত্ব গ্রহণকে এপ্রিল ফুল’স ডে’র সবচেয়ে বাজে রসিকতা বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, আন্তজার্তিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কাঠামো এখন যেভাবে কাজ করছে, তা যে কতটা গলদপূর্ণ, এটা তাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা মিখাইলো পডোলিয়াক বলেছেন, এর মাধ্যমে আসলে আন্তর্জাতিক আইন আবারও ধর্ষিত হলো যারা আরেকটি দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসী যুদ্ধ চালায়, আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনের সব নিয়ম কানুন লঙ্ঘন করে, জাতিসংঘ সনদ ধ্বংস করে, পরমাণু নিরাপত্তাকে অবহেলা করে তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সংস্থার নেতৃত্বে থাকতে পারে না। মস্কো নিরাপত্তা পরিষদে তাদের আসনকে কাজে লাগিয়ে মিথ্যে তথ্য ছড়ানো অব্যাহত রাখবে এবং ইউক্রেনে তাদের চালানো কাজ কর্মের পক্ষে সাফাই গেয়ে যাবে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ হচ্ছে বিশ্বে শান্তি বজায় রাখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা। নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী আসনে আছে পাঁচটি দেশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে যেসব দেশ ক্ষমতাধর ছিল, তাদের প্রাধান্য দিয়েই গঠন করা হয়েছে এই পরিষদ। স্থায়ী সদস্যদের পাশাপাশি পরিষদে আছে দশটি অস্থায়ী সদস্যপদ।

রাশিয়া যেহেতু নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য, তাই যে কোন প্রস্তাব তারা নাকচ করে দিতে পারে।

নিরাপত্তা পরিষদে কোন প্রস্তাব পাশ হতে হলে প্রস্তাবের পক্ষে অন্তত নয়টি ভোট পড়তে হয়, তবে কোন স্থায়ী সদস্য দেশ প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিলে সেটি বাতিল হয়ে যাবে।

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ থামানোর লক্ষ্যে নিরাপত্তা পরিষদে যে প্রস্তাব আনা হয়েছিল, রাশিয়া সেটিতে ভিটো দেয়। অন্যদিকে চীন, ভারত এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত এই প্রস্তাবে ভোট দানে বিরত থাকে।

সেপ্টেম্বরে আবার আরেকটি প্রস্তাব আনা হয়েছিল, যাতে ইউক্রেনের চারটি অঞ্চল অবৈধভাবে রাশিয়া নিজদেশের সীমানাভুক্ত করার যে পদক্ষেপ নেয়, সেটি বাতিলের আহ্বান জানানো হয়। এবারও রাশিয়া ভিটো দিয়ে এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। এই প্রস্তাবে ভোটদানে বিরত ছিল ব্রাজিল, চীন, গ্যাবন এবং ভারত।